রাঁচি, মঙ্গলবার
28:11:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>049 >>11 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৪৯ >> << ১১ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

পাকিস্তানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে সামরিক বহরের ওপর আত্মঘাতী বোমা হামলা

বান্নু ঃ পাকিস্তানের অশান্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে রবিবার সামরিক বহরের ওপর এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ১১জন সেনা আহত হয়। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের বান্নু শহরে ঐ হামলা হয় বলে জানিয়েছে একাধিক সরকারি সূত্র। আহত অন্তত তিনজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন তারা। সেনাবাহিনীর মিডিয়া শাখা ঐ হামলা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করেনি। সরকারবিরোধী হাফিজ গুল বাহাদুর গোষ্ঠী ঐ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করেছে। তাদের সাথে আফগানিস্তানে তালিবানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে জানা যায়। আফগান সীমান্তের কাছে উত্তর ওয়াজিরস্তানসহ বান্নু এবং এর আশেপাশের এলাকায় নিয়মিত জঙ্গী হামলা হয়। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানিস্তানে দুই বছর আগে ইসলামপন্থী তালিবান আবার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পলাতক জঙ্গীরা সে দেশের নিরাপদ আশ্রয় থেকে সহিংস হামলা জোরদার করেছে। কর্মকর্তারা বলছেন, সহিংসতায় ২ হাজার ৩০০র বেশি পাকিস্তানি নিহত হয়েছে যাদের বেশির ভাগ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

বাজার দর

SENSEX : 65970.04 -47.77
NIFTY : 19794.70 -7.30

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2500 °c	13.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .11 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সিয়েরা লিয়নের প্রধান সামরিক ব্যারাকে বন্দুকধারীদের হামলার পর দেশব্যাপী কারফিউ ঘোষণা

সিয়েরা লিওন ঃ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনের প্রেসিডেন্ট রবিবার রাজধানীতে সেনাবাহিনীর প্রধান ও বৃহত্তম ব্যারাকে বন্দুকধারীদের হামলার পর দেশব্যাপী কারফিউ ঘোষণা করেছেন। ঐ অঞ্চলের দেশগুলোতে অভ্যুত্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় শৃংখলা ভেঙ্গে পড়ার আশংকা বেড়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস মাদা বাযো এক টুইটবার্তায়, অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের রাজধানী ফ্রিটাউনের উইলবারফোর্স ব্যারাকের ভেতরে অবস্থিত সামরিক অস্ত্রাগারে হামলার খবর জানান । তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী তাদের হটিয়ে দিয়েছে এবং 'শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়েছে'। তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তা বাহিনীর সম্মিলিত দল পলাতক বিদ্রোহীদের অবশিষ্ট অংশকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। তারা তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছে। দেশব্যাপী ডাকা কারফিউয়ে নাগরিকদের ঘরে থাকার জন্য বলা হচ্ছে। দেশটির তথ্য ও শিক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। প্রায় ৮০ লক্ষ জনসংখ্যা নিয়ে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম তারা। দেশটিতে সহিংসতা বৃদ্ধির সম্ভাব্য আশংকা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। এপির একজন সাংবাদিক জানিয়েছেন, রাজধানীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে সরকার আশ্বাস দিলেও শহরে এখনো গোলাগুলির শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। বন্দুকধারী বা হামলার কারণ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এই হামলার ঘটনা এমন সময় ঘটেছে যখন বিতর্কিত ভোটে বাযো দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হলে প্রধান বিরোধীদল তার কয়েক মাস পরই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ফলাফলে কারচুপির অভিযোগ এনেছে। পশ্চিম আফ্রিকার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ব্লক ইকোওয়াস এই ঘটনাকে অস্ত্র সংগ্রহ এবং দেশের শান্তি ও সাংবিধানিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র বলে বর্ণনা করেছে। সিয়েরা লিওন এই জোটের সদস্য। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় অভ্যুত্থান কমিয়ে আনতে চেষ্টা চালিয়েছে জোটটি। ২০২০ সাল থেকে আটটি সামরিক অধিগ্রহনের রেকর্ড করেছে তারা। এই বছর তালিকায় সর্বশেষ যোগ হয়েছে নিজার এবং গ্যাবন। জোটটি তাদের বিবৃতিতে বলেছে, অসাংবিধানিক সরকার পরিবর্তনে ইকোওয়াস তার জিরো টলারেন্স পুনর্ব্যক্ত করছে। সিয়েরা লিওনের ১১ বছরের নৃশংস গৃহযুদ্ধের অবসানের পর পঞ্চম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন বাযো । গৃহযুদ্ধে দুই দশকের বেশি সময় ধরে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়। দেশটির অর্থনীতি প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। দুর্বল অর্থনীতির কারণে সমালোচনার মুখে পড়তে হয় বায়োকে। দেশটির প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র, যুব বেকারত্বের হার পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যে সর্বোচ্চ।

ট্রেনের ধাক্কায় আলিপুরদুয়ারে তিন হাতির মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ারে রাজাভাতখাওয়ায় রেললাইন পেরোনোর সময় মালগাড়ির ধাক্কায় মারা গেছে একটি শাবকসহ তিনটি হাতি।

সকাল সাতটা ২০ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। শিলিগুড়ির দিক থেকে মালগাড়িটি আসছিল। তারই ধাক্কায় তিনটি হাতির মৃত্যু হয়। একটি হাতি পূর্ণবয়স্ক, একটি মাঝবয়সি এবং একটি শাবক। আলিপুরদুয়ারের রেলকর্তা অমরজিৎ গৌতম সাংবাদিকদের বলেছেন, রেল ও বন দপ্তরের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল গিয়েছেন। এটা খুবই খারাপ ঘটনা। সবকিছু খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, চালকের মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনি নেশার ঝোঁকে এই কাণ্ড করেছেন কি না, তা দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার পর তিন ঘণ্টার মতো ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। গত অগাস্টেই ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু হয়েছিল। দুই মাস যেতে না যেতেই আবার তিনটি হাতি সেই ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেল। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট বলছে, ভারতে ২০০৯-১০ থেকে ২০২০-২১ পর্যন্ত ১৮৬টি হাতি ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছে। সবচেয়ে বেশি মারা গেছে আসামে ৬২টি, তারপর পশ্চিমবঙ্গে ৫৭টি। ২০২১ সালেই কম্প্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট বলা হয়েছে, বন ও রেল মন্ত্রণালয় কেউই হাতির মৃত্যু ঠেকাতে নিয়ম অনুসরণ করছে না। যে জায়গাগুলি হাতির চলাচলের জায়গা বলে চিহ্নিত, সেখানেই বেশি করে হাতি মারা যাচ্ছে।

এরপর রেল একটা অভিনব পরীক্ষা করে। তারা হাতি চলাচলের জায়গায় রেললাইনের পাশে মৌমাছির চাষ করে। তাদের ধারণা চিল, এইভাবে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু আটকানো যাবে। কিন্তু ২০১৯ থেকে ৪৫টি হাতিসহ ১৮৮টি বন্যজন্তু ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেছে।

সাবেক ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব লোকসভায় লিখিত প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছিলেন, ২০১৯ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ট্রেনের ধাক্কায় ৪৫টি হাতির মৃত্যু হয়েছে।

হাতি যেখান দিয়ে যাতায়াত করে, সেখানে ট্রেনের গতিসীমা বেঁধে দেয়া হয়। কোথাও ঘণ্টায় ২৫ কিলোমিটার, কোথাও ৪০-৪৫ কিলোমিটার। কিন্তু সেই নিয়মও অনেকক্ষেত্রে মানা হয় না বলে অভিযোগ। প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা বলেছেন, ''হাতিরা সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পছন্দ করে। তাদেরও যাওয়ার একটা রাস্তা আছে। সেই রাস্তা যদি মানুষ বন্ধ করে দেয় অথবা সেখান দিয়ে জোরে ট্রেন চলাচল করে, তাহলে এই ঘটনা ঘটবেই। বন্যপ্রাণীদের প্রতি ন্যূনতম সচেতনতা দরকার।''

গত অগাস্ট মাসে রেল জানিয়েছিল, তারা এভাবে হাতির মৃত্যু এড়াতে ৭৭ কোটি টাকা দিয়ে ট্রেনগুলিতে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম বা আইডিএস লাগাবে। ট্রেন চালকদের বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করা হবে। রেলের কর্মকর্তারা নজরদারিও করবেন। রেললাইনে হাতি দেখলেই সেই তথ্য বন ও রেলবিভাগ বিনিময় করবে। কিন্তু এতসব সিদ্ধান্তের পরেও তো ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু আটকানো যাচ্ছে না।

ইরানে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা

তেহরানঃ নথি অনুযায়ী, নারীদেরকে হিজাব পরতে বাধ্য করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই স্বেচ্ছাসেবী দলটিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল।

স্বেচ্ছাসেবী 'নীতি প্রহরীদের' নিয়ে সরকারের অতি গোপনীয় নথি প্রকাশ করায় ইরানের স্বনামধন্য একটি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে দেশিটর পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস। বিচার বিভাগের সংবাদ পোর্টাল 'মিজান' রোববার জানিয়েছে, ইতেমাদ যে নথি প্রকাশ করেছে তা 'অতি গোপনীয়'।

ইরানের মেয়েদের পাবলিক প্লেস বা গণপরিসরে মাথা ঢেকে রাখা পোশাক বা হেডস্কার্ফ পরা বাধ্যতামূলক। ইতেমাদের প্রকাশিত নথিটি এই আইন প্রয়োগে কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবী নীতি প্রহরী নিয়োগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা সংক্রান্ত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর আগে স্বেচ্ছাসেবী দলটির সাথে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততার বিষয়টিকে এড়িয়ে গিয়েছিল। গত সপ্তাহে মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবী এই দলের সদস্যরা মন্ত্রণালয় বা নীতি পুলিশের সদস্য নন। কিন্তু ইতেমাদের প্রকাশিত নথিতে দেখা যায় তাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

গত মাসেআরমিতা গেরাভান্ড নামে ১৬ বছরের এক মেয়ের মৃত্যুর পর সেচ্ছাসেবী দলটিকে নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে ইরানে। তেহরান মেট্রোতে হিজাব না পরার কারণে নীতি প্রহরীর সদস্যরা তাকে হেনস্তা করেন। এরপর তাকে গোপনীয়তা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং এক পর্যায়ে তিনি জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চলে যান। কয়েক সপ্তাহ পরে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে এক বছর আগের মাহসা আমিনির মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।

কালিনিনগ্রাদ থেকে বিমান হামলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরিয়ে নিল রাশিয়া

মাস্কো ঃ ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক তাদের ইউক্রেন যুদ্ধ সংক্রান্ত দৈনিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে রুশ পরিবহনের অবস্থান পরিবর্তন এটাই নির্দেশ করছে যে রাশিয়া সম্ভবত বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত কালিনিনগ্রাদ ভূখণ্ড থেকে তাদের কৌশলগত বিমান হামলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরিয়ে নিয়েছে।

কালিনিনগ্রাদকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছে নেটো জোটের সদস্যভুক্ত দেশগুলো। কালিনিনগ্রাদ থেকে অবস্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্তে এটাই প্রকাশ পায় যে, রাশিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক অবকাঠামো এই যুদ্ধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে। শনিবার ইউক্রেনে হলোদোমোর স্মারক দিবস পালন করা হয়। ৩০ এর দশকে সোভিয়েত নীতির কারণে লাখ লাখ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ না খেয়ে মারা যায়। এই দিবসে সেই সময়টিকেই স্মরণ করা হয়। ইউক্রেনীয় ভাষায় 'দ্য হলোদোমোর' অর্থ 'না খেয়ে মারা যাওয়া'। এটা ছিল তৎকালীন সোভিয়েত শাসক জোসেফ স্তালিনের প্রচলন করা একটি নীতি, যা ইউক্রেনসহ ৩০টি দেশে গণহত্যা হিসেবে বিবেচিত। তবে মস্কো এটি অস্বীকার করে। হলোদোমোর দিবসে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে আগ্রাসন শুরুর পর কিয়েভে সবচেয়ে বড় আকারের ড্রোন হামলা চালায় রাশিয়া। ইউক্রেন বলছে, ৬ ঘণ্টার এই হামলায় রাশিয়া ৭৫টি ইরানে নির্মিত শাহেদ ড্রোন পাঠায়, যার মধ্যে ৭৪টি কে তারা ভূপাতিত করেছে।

কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিতশক এক টেলিগ্রাম পোস্টে বলেন, ১ শিশুসহ ৫ ব্যক্তি এই হামলায় আহত হয়েছেন। ইউক্রেনের বিমানবাহিনী বলছে, কিয়েভে ৬৬টি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়। এক নগর কর্মকর্তা বলেন, হামলায় বিদ্যুৎ অবকাঠামোর ক্ষতি হলে ১৭ হাজার মানুষ বিদ্যুত্বিহীন হয়ে পড়েন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী দমিত্র কুলেবা বলছেন, রাশিয়া গত সপ্তাহে সারাদেশ জুড়ে ৯১১টি হামলা চালায়। এতে ১৯ ইউক্রেনীয় নিহত ও আরও ৮৪জন আহত হন।

তিনি টেলিগ্রামে বলেন, শত্রু হামলার তীব্রতা বাড়াচ্ছে, তারা ইউক্রেন ও ইউক্রেনীয়দের ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা এটা ইচ্ছা করেই করছে, যেভাবে ৯০ বছর আগে রাশিয়া আমাদের লাখ লাখ পূর্বপুরুষকে হত্যা করেছিল।

কড়া পদক্ষেপ

অস্ট্রেলিয়ার একাধিক রাজ্যে পরিবেশ কর্মী ও প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

অস্ট্রেলিয়ায় ১০৯ পরিবেশকর্মী গ্রেপ্তার

পর্থ ঃ নিউক্যাসল বন্দরে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করেছিলেন তারা। অস্ট্রেলিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতার এমন প্রতিবাদ নির্ধারিত সময়ের পরও চালিয়ে যাওয়ায় ১০৯ জন পরিবেশকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার বন্দর কর্তৃপক্ষ পরিবেশকর্মীদের ৩০ ঘন্টাব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুমতি দেয়। কিন্তু বিক্ষোভ সেই সময়সীমা ছাড়িয়ে গেলে ১০৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন অপ্রাপ্তবয়স্কসহ এবং ৯৭ বছর বয়সি এক পাদ্রিও রয়েছেন।

ছোট ছোট কায়াকে চেপে প্রতিবাদীরা গত সপ্তাহান্তে অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম বন্দর পোর্ট অফ নিউকাসলকে স্তব্ধ করে দেন। এই বিক্ষোভের আয়োজক সংস্থা রাইজিং টাইড জানায়, অস্ট্রেলিয়ার বাড়ন্ত জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতার বিরুদ্ধেই এই কর্মসূচি।

'সর্বনাশা পরিবেশ দুর্যোগ থেকে বাঁচতে' একটি বিবৃতিতে রাইজিং টাইড জানায়, ''সর্বনাশা পরিবেশ দুর্যোগ থেকে বাঁচতে বিজ্ঞানীরা বারবার মনে করাচ্ছেন জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করতে। সেকারণেই আমরা গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়েছি।'' প্রতিবাদী এই গোষ্ঠীর সাথে রয়েছেন নিউক্যাসলের কিছু স্থানীয় বাসিন্দারাও।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন ৯৭ বছর বয়সি পাদ্রী অ্যালান স্টুয়ার্ট, যিনি তার 'নাতিনাতনি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য' প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করছেন বলে জানান। অ্যালান চান না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন বিশ্ব রেখে যেতে যেখানে 'ঘন ঘন ও গুরুতর পরিবেশ বিপর্যয়ের' ঝুঁকি বাস্তবে পরিণত হবে। ২০১৬ সাল থেকে প্রতি বছর এই প্রতিবাদ সংগঠিত হয়ে আসছে। এখান থেকেই উঠেছে নতুন কয়লা প্রকল্প বন্ধের দাবি, উঠেছে কয়লা রপ্তানির লাভে নতুন কর বসানোর দাবিও।

অস্ট্রেলিয়ার একাধিক রাজ্যে পরিবেশ কর্মী ও প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন নাগরিক অধিকার গোষ্ঠী ও জাতিসংঘও।

অস্ট্রেলিয়া ইতিমধ্যেই বিশ্বের অন্যতম বড় কয়লা প্রস্তুতকারী রাষ্ট্রের স্থানে। এবং প্রতিবাদের মধ্যেই আরো নতুন কয়লা, খনিজ তেল ও গ্যাসভিত্তিক প্রকল্পের পরিকল্পনা করছে দেশটির সরকার।

মুম্বাইতে ২৩ তম ঝাড়খণ্ড স্থাপনা দিবস উদযাপনে ঝাড়খণ্ড প্রেমের ঝলক দেখা গেছে

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ নিজের জন্মভূমির মাটির প্রতি ভালবাসা প্রতিটি রাজ্যের বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা যায়। এর একটি উদাহরণ হল মুম্বাইতে ২৬ শে নভেম্বর রাতে ২৩ তম ঝাড়খণ্ড প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সমারোহে। ঝাড়খণ্ডবাসী পরিবর্তন সংঘ ২৬শে নভেম্বর মুম্বাইতে ভগবান বিরসা মুণ্ডার প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে ঝাড়খণ্ড স্থাপনা দিবস উদযাপনের উদ্বোধন করেছে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের বিপ্লবী আন্দোলনকারী ললিত মাহাতো, আজসু পার্টির প্রাক্তন সভাপতি। এই ২৩ তম ঝাড়খণ্ড প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ললিত কুমার মাহাতো, অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে ঝাড়খণ্ড থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও আপনাদের হৃদয়ে ঝাড়খণ্ডের জন্য যে ভালবাসা রয়েছে তা হল আমাদের ঝাড়খণ্ডি ঐক্যের প্রতিফলন। এই ঐক্য ও সচেতনতা বজায় রাখতে হবে যাতে আগামী দিনে ঝাড়খণ্ডি ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। ঝাড়খণ্ড একটি স্বকর্মসংস্থান ভিত্তিক রাজ্যে পরিণত হওয়া উচিত, ঝাড়খণ্ডে স্বসরকার ব্যবস্থা কার্যকর করা উচিত, ঝাড়খণ্ডের শিল্প, খনি এবং কারখানাগুলিতে ঝাড়খণ্ডীদের মালিকানার অধিকার থাকা উচিত, ঝাড়খণ্ডের এতটা বিকাশ হওয়া উচিত যাতে সমস্ত মানুষ ঝাড়খণ্ডে ফিরে আসে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে উপস্থিত সকলে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন এবং ২৬/১১ হামলায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। এই অনুষ্ঠানে সংগঠক অরবিন্দ আর্য, দূরদর্শনের উপস্থাপক আনন্দ সিং, সহসংগঠক রামকুমার পাল, বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র তুহিন সিনহা, আজসু পার্টির বিপ্লবী ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারী বিশাল ভগত সহ শত শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

প্রাক্তন স্বাস্থ্য কর্মীর ওষুধ কালো বাজারির অভিযোগে স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে এলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

পুরুলিয়া (অনিশা গোরাই) ঃ উদ্দেশ্য গত শুক্রবার সকালে পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার অন্তর্গত কড়েং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন প্রাক্তন স্বাস্থ্যকর্মীকে ঔষধ কালোবাজারি করতে হাতেনাতে ধরেন স্থানীয়রা। গ্রামের বিজয় মন্ডল ও রাজু অমৃত সহ অনেকের অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিন ধরেই কড়েং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা সরকারি ওষুধ কালোবাজারি করা হয়। তবে আজকে হাতে নাতে ধরে ফেলা হয় বলে দাবি করেন তাঁরা। পরে ওই প্রাক্তন স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে মজুদ থাকা ওষুধপত্র সে পুড়িয়ে ফেলে। এই ঘটনার এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার সকাল ১১ টা নাগাদ সি এম ও এইচ তথা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অশোক বিশ্বাস খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। প্রায় ঘন্টা খানেকের এই পরিদর্শনে ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে আলাদাভাবে কথা বলেন। এলাকার মানুষজনদের অভিযোগ শুনেন। যেখানে ওষুধ পত্র পোড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল সেখানে গিয়ে অবশিষ্ট অংশটুকু সংগ্রহ করেন। পরে জেলা মুখ্য শাস্ত্র আধিকারিক সাফ জানান অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। পুরো বিষয়টা খতিয়ে দেখে স্বাস্থ্য ভবনে রিপোর্ট পাঠানো হবে বলে জানান। অন্যদিকে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ডক্টর বক্সী বলেন এই ঘটনার সাথে আমরা কোনভাবে জড়িত নয় পুরো কাজটা ওই প্রাক্তন স্বাস্থ্য কর্মী করেছেন। তবে প্রশ্ন থাকছে সরকারি ওষুধ পত্রের কালোবাজারির অভিযোগে দোষী কেবলমাত্র প্রাক্তন স্বাস্থ্য কর্মী নাকি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আরো কেউ রয়েছেন। রীতিমতো এই ঘটনার জেরে এলাকায় টানটান উত্তেজনা রয়েছে।

ভারত নেপাল সীমান্তের খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কিতে ফের ৫০ লক্ষ টাকার মাদক সহ গ্রেফতার ২

খড়িবাড়ি ঃ খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কির মার্কেটে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার ২ যুবক। বৃহস্পতিবার রাতে খড়িবাড়ি থানার অন্তর্গত পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ও এসএসবির যৌথ অভিযানে নেপাল সীমান্ত লাগোয়া পানিট্যাঙ্কি নিউ মার্কেটে ২৫৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ২ জনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃত দুই যুবকের নাম মহম্মদ রহিম (২৫) ও মহম্মদ আতারুল (২৩), উভয়ে বুড়াগঞ্জের কিলাঘাটার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে ,গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পানিট্যাঙ্কি নিউমার্কেট এলাকায় সন্দেহভাজন এক বাইককে আটক করে পুলিশ। আটক বাইকে তল্লাশি চালিয়ে বাইকের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় মাদক। ধৃতরা পানিট্যাঙ্কিতে মাদক বিক্রি করতে এসেছিল এমনটাই অনুমান পুলিশের। পরে ধৃতদের খড়িবাড়ি থানায় গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের তোলা হবে।

বোলপুরে আটক ভুয়ো ডাক্তার

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বীরভূম জেলার বোলপুরে এক ভুয়ো ডাক্তারকে আটক করলো পুলিশ । কোনরকম ডিগ্রী ছাড়াই বোলপুরের বিচিত্রা সিনেমা হলের পিছনে মোহর আবাসনে জীবনকুমার মাজি নামে এক ভুয়ো ডাক্তার চিকিৎসা করছিল অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । উচ্চ মাধ্যমিক পাস নিয়েই চলছে ডাক্তারি । বোলপুর স্যান পয়েন্টের তত্বাবধানে ভুয়ো ডাক্তার চিকিৎসা করে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। চেম্বারের পেছন দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে ওই ভুয়ো ডাক্তারকে আটক করে বোলপুর থানার পুলিশ।

খাটে শুয়ে অসুস্থ গৃহবধূ! আর সেই খাট বাঁশ আর দড়ি দিয়ে পালকির মতো বেঁধে বেহাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে নিয়ে যাচ্ছেন অসুস্থ গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা

মালদা ঃ খাটে শুয়ে অসুস্থ গৃহবধূ। আর সেই খাট বাঁশ আর দড়ি দিয়ে পালকির মতো বেঁধে বেহাল রাস্তা দিয়ে হেঁটে নিয়ে যাচ্ছেন অসুস্থ গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা । যদিও শেষ পথে হাসপাতালে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর । শনিবার সকাল থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ভাইরাল ভিডিও ছড়িয়ে পড়তে তুমুল শোরগোল পড়ে গিয়েছে মালদায়। ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত বামনগোলা ব্লকের গোবিন্দপুর মহেশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মালডাঙ্গা গ্রামে। আর এমন মধ্যযুগীয় বর্বরতার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, গ্রামের এই কাঁচামাটির রাস্তায় কোনো গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না । তাই ওই গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা এই ভাবেই খাটের মাচা তৈরি করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন । কিন্তু শেষ পথে আর ওই গৃহবধূকে বাঁচানো যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম মামনি রায় (২০)। দুই বছর আগে এলাকার বাসিন্দা কার্তিক রায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল মামনির। সম্প্রতি তিনি জ্বরে ভুগছিলেন বলে খবর। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করেন। খাটিয়াতে শুইয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। বাঁচানো যায় নি মামনিকে। বাড়িতে তাঁর ২ বছরের এক সন্তানও রয়েছে। রাস্তা খারাপে জন্য প্রাণ হারালো ২০ বছর বয়সী মামনি রায়।মৃত গৃহবধূর আত্মীয়দের বক্তব্য, বেশ কিছুদিন ধরেই মামনি জোরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। মালডাঙ্গা গ্রাম থেকে বামন গোলা ব্লকের মোদিপুকুর গ্রামীন হাসপাতালের দূরত্ব প্রায়ই ১৫ কিলোমিটার। প্রায় ৫ কিলোমিটার গ্রামের বেহাল রাস্তায় কোনো যানবাহন চলে না। হাতে কিছু টাকা থাকলেও প্রত্যেকেই নিরুপায়। কারণ অ্যাম্বুলেন্স হোক বা যেকোনো ভাড়া গাড়ি এই গ্রামে রাস্তায় আসার কোন ব্যবস্থাই নেই। কারণ কাঁচা মাটির রাস্তা এতটাই বেহাল। শুক্রবার রাত থেকেই ওই গৃহবধূর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ভোররাতে বহুবার ফোন করলে অ্যাম্বুলেন্স রাস্তা খারাপের জন্য আসতে চাই নি । সেই পরিপ্রেক্ষিতে কোন বুদ্ধি না পেয়ে পরিবারের লোকেরা খাটিয়াতে দড়ি বেঁধে ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর এমনই একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বেহাল রাস্তার জন্য বিডিও অফিসে বহুবার গিয়েছেন তারা। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে রাস্তা মেরামতির। কিন্তু পরবর্তীতে কোন কাজ হয়নি। সেই পরিস্থিতিতে খাটিয়া করে নিয়ে যেতে হয় রোগীকে। এবিষয়ে তৃনমুল কংগ্রেসের জেলার সহ সভাপতি বাবলা সরকার জানিয়েছেন, এই ধরনের ঘটনার কথা আমার জানা নেই। রাজ্য সরকার যেভাবে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন এরকম কোন ঘটনা ঘটার কথা নয় । যদি ঘটে থাকে তাহলে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।বামনগোলা ব্লকের বিজেপি নেত্রী বিনা কীর্তনীয়া বলেন, রাজ্যজুড়ে নাকি প্রথম শ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় প্রচুর রাস্তাঘাট হচ্ছে। রাস্তার যে কি উন্নতি হয়েছে তা ভাইরাল হওয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি পরিষ্কার বলে দিচ্ছে । বেহাল রাস্তার কারণে অসুস্থ গৃহবধুর সঠিক সময় চিকিৎসা না পেয়ে জীবন চলে গেল। অথচ প্রশাসন নিশ্চুপ। যদি সত্যিই গ্রামীন এলাকার রাস্তার উন্নয়ন হতো তাহলে বামনগোলার মধ্যযুগীয় বর্বরতার এমন ছবি দেখতে হতো না ২০ বছরে মামণিকে। পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই তাকে জীবন হারাতে হলো।

লোকসভা ভোটের আগে বুথে বুথে প্রচার কর্মসুচী শুরু করতে চলেছে BJP, শনিবার থেকে আবার শুরু হবে বুথকে শক্তিশালী করার কর্মসুচী

উত্তর দিনাজপুর ঃ লোকসভা ভোটের আগে বুথে বুথে প্রচার কর্মসুচী শুরু করতে চলেছে বিজেপি, শনিবার থেকে আবার শুরু হবে বুথকে শক্তিশালী করার কর্মসুচী। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ শিবডাঙ্গি পাড়ায় দলীয় কার্যালয়ে জানালেন বিজেপি র উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন। এদিন ইসলামপুরে দলীয় কর্মকর্তাদের আলোচোনার পর এমনটাই জানান তিনি। পাশাপাশি সুরজিৎ বাবু আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যা রাজ্য সরকার নিজেদের বলে চালাতে চাইছে সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বুথে বুথে প্রচার সংঘটিত করা হবে। পুজো পার্বনের জন্য সাময়িক ভাবে বুথে বুথে প্রচার কর্মসুচী বন্ধ হয়েছিল। পুজো শেষ হতেই ফের সেই কাজ শুরু করতে চলেছে বিজেপি। এদিন এবিষয়ে BJP র জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মধ্য দিয়ে পুনর্মিলন উৎসবে মিলিত হবে শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের নিয়ে নুতন কমিটি পুনর্মিলন উৎসব করা হবে।এই বার্তা আজ স্কুলের কক্ষে এক সাংবাদিক সন্মেলন করে জানান শিলিগুড়ি উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী কমিটির সভাপতি গৌতম দেব। ১২ই জানুয়ারি থেকে ১৪ই জানুয়ারি নানান অনুষ্ঠানের মাঝে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী অঞ্জন দত্ত ও জয়তী চক্রবর্তীর সংগীত সন্ধ্যায় মেতে উঠবেন প্রাক্তনীরা।সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাঝে সকলে মিলে বড় মাপের মিড ডে মিলের আসর বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে।যাতে করে সকলে এক সাথে বসে খাবারের সাথে সাথে আড্ডা মারা যায়। এদিনের সাংবাদিক সন্মেলনের মাঝে অফিসিয়াল অয়েবসাইড চালু করা হয়।গৌতমবাবু জানান সারা বছর স্কুলের পরিকাঠামো গত দিক দেখে স্কুলের গেট নুতন ভাবে তৈরি এবং ১০০ বছরের এই স্কুলে অনেক স্মৃতি ধরে রাখতে হেরিটেজের জন্য আবেদন করা হবে।এই সব কিছু নিয়েই পুনর্মিলন উৎসবে সকলে মিলিত হবেন।

মালদা মেডিকেল কলেজের আউটডোরের আটতলার বাথরুমে ঘন্টা খানেক ধরে বন্দি এক রোগী

মালদা ঃ মালদা মেডিকেল কলেজের আউটডোরের আটতলার বাথরুমে ঘন্টা খানেক ধরে বন্দি এক রোগী। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাথরুমের জানালার কাঁচ ভেঙে নিচে ফেলে চিৎকার করতে থাকে ওই রোগী। আর যা দেখে রীতিমতো মেডিকেল কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা রোগীর আত্মীয় থেকে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায় । শুরু হয় চরম কৌতুহল এবং হৈচৈ। এমন পরিস্থিতির বিষয়টি জানতে পেরে মেডিকেল কলেজের অন্তর্গত পুলিশ ক্যাম্পের কর্মীরা তড়িঘড়ি আউটডোরের আটতলায় ছুটে যান। আর সেখানেই বাথরুমের দরজা খুলে উদ্ধার করা হয় ওই রোগীকে। শুক্রবার সকালে এমন ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই রোগীর নাম সুব্রত হাওলাদার (২১)। তার বাড়ি বামনগোলা থানার রাখাল পুকুর এলাকায়। বর্তমানে সে পাকুয়া ডিগ্রী কলেজের প্রথম বর্ষে পাঠরত। নিজের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের আউটডোরের ৮ তলায় চিকিৎসা করাতে আসে। তবে চিকিৎসা করানোর আগে সে বাথরুমে গেলে কেউ বা কারা বাইরে থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরে ওই যুবক আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ায় চিৎকার চেঁচামেচি করলেও কেউ ছুটে না আসায় অবশেষে বাঁচার জন্য বাথরুমে থাকা কাঁচের জানালা ভেঙে বাইরে ফেলে চিৎকার করতে থাকে। এরপরেই হাসপাতালে থাকা অন্যান্যদের নজরে আসলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার পুলিশকে জানানো হয়। এরপরই পুলিশ কর্মীরা তড়িঘড়ি করে ওই যুবককে বাথরুমের দরজা খুলে বাইরে বের করা হয়।

ওই যুবক জানিয়েছেন, তার বাড়ি বামনগোলা এলাকায়। বিগত কয়েকদিন আগে বিহারের পাটনায় গেছিল । সেখান থেকে ফেরার পথে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরে চিকিৎসা করাতে আসেন। এরপরেই ঘটে তার সাথে এই ঘটনা। জানা গেছে, সে পাকুয়া ডিগ্রী কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলাই এই সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা করাতে আসে শুক্রবার সকালে।

তবে ওই যুবকের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনায় কে বা কারা করে থাকতে পারে তার তদন্তে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ।

গৃহবধূ খুনের ঘটনায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত স্বামী সুজিত সিংহ কে আটক করেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ

মালদা ঃ গৃহবধূ খুনের ঘটনায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত স্বামী সুজিত সিংহ কে আটক করেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ ।পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মোর্চা গ্রামেরই আমবাগান থেকে সুজিত সিংহকে ধরা হয়। অভিযুক্ত সুজিত সিং কে আজ চাচোল মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় ।এবং সাত দিন পুলিশ রিমান্ড রাখার আবেদন করা হয় ।এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা সেই সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখা হবে। সংবাদ মাধ্যমের সামনে সুজিত সিংহ জানান যে তার স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল অন্য ছেলের সাথে বলে জানান সুজিত সিংহ।

শুক্রবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল ফালাকাটা ডশুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ফালাকাটা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড সুভাষপল্লী ব্যাংক রোডের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনে ট্রান্সফরমারের আগুন লেগে যায়

আলিপুরদুয়ার ঃ শুক্রবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল ফালাকাটা ড শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ফালাকাটা পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড সুভাষপল্লী ব্যাংক রোডের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনে ট্রান্সফরমারের আগুন লেগে যায়, এলাকাবাসীরা জানায়, সেখানে বিভিন্ন কেবল কোম্পানি ও ইন্টারনেটের অনেক তার ঝরা পাল্টা ভাবে রাখা ছিল এবং সেই ব্যাংকের আলোকিত করার জন্য হ্যালোজেন লাইট লাগানো ছিল সেই সরকারি ইলেকট্রিক পোলে, এবং কিছু বিজ্ঞাপনের ফ্লেক্সও লাগানো ছিল, কেবল লাইনের জন্য একটি টেনাসপেটর লাগানো ছিল সেখান থেকেই বিদ্যুৎ সংযোগ ঘটে বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার টি দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে এলাকাবাসীরা দেখে ফালাকাটা দোমকলে খবর দিলে দোমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলে এলাকাবাসীরা আতঙ্ক মুক্ত হয় ও এই এলাকাটি রক্ষা পায় ড এলাকাবাসীরা জানায়, বেআইনিভাবে ইলেকট্রিক এর ট্রান্সফরমারের খুঁটিতে এবং ট্রান্সফরমারের গায়ে জড়ানো রয়েছে অতিরিক্ত কেবল ও ইন্টারনেটের তার এবং সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে আলোকিত করবার জন্য অবৈধভাবে তার ও হ্যালোজেন লাইট লাগানো আছে তার ফলেই এই অংটি সংযোগ ঘটেছে, এবং বিজ্ঞাপনের জন্য অপরিকল্পিতভাবে ফ্লেক্স লাগানো রয়েছে সবই দাহ্য পদার্থ এগুলো বেআইনিভাবে ইলেকট্রিক খুলতে লাগানোর ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

জলপাইগুড়ি শহরের শিল্পসমিতিপাড়া প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার দুপুর নাগাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি সুদূর রাজস্থান মাউন্ট আবু থেকে আগত প্রফেসার ড.ই ভি স্বামীনাথন ভাইজি

জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি শহরের শিল্পসমিতিপাড়া প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শনিবার দুপুর নাগাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি সুদূর রাজস্থান মাউন্ট আবু থেকে আগত প্রফেসার ড ই ভি স্বামীনাথন ভাইজি। তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বর্তমানে যে ডিজিটাল দুনিয়া মোবাইল, ল্যাপটপ ও কম্পিউটার তৈরি হয়েছে সেগুলো মানুষের সুখ এবং শান্তির জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটা বিজ্ঞানের খুব সুন্দর এই টেকনোলজি আমাদের ভালোবেসে গ্রহণ করার পাশাপাশি সঠিক কাজে ব্যবহার করতে হবে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো যেন আমাদের নেশায় পরিণত না হয়। আমাদের মানসিক এবং শারীরিক অসুবিধা সম্মুখীন না হয় সেদিকটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। এর জন্য রাজযোগের মাধ্যমে আমাদের মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সেই কারণেই রাত যোগের অভ্যাস করতে হবে আমাদের। রাজয়োগের অভ্যাস করতে হবে সকলকে।জলপাইগুড়িবাসীর জন্য

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি শাখা দ্বারা আয়োজিত রবিবার ও সোমবার দুদিন ব্যাপী রাজযোগ শিক্ষা শিবিরে Sony TV, Aastha channel, এবং zee Jagran টিভি চ্যানেলের নিয়মিত বিশেষ বক্তা, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন, বহুল পুরস্কারে সম্মানিত ব্রহ্মাকুমার ড.ই ভি স্বামীনাথন রাজয়োগ শিক্ষার দ্বারা উচ্চতর এবং সুখী আনন্দময় জীবন যাপনের কলা বিষয়ের উপরে তার বহুমূল্যবান বক্তব্য পরিবেশন করবেন জলপাইগুড়ি শহরের রবীন্দ্রভবনে। উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়িবাসীকে এই অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ করা হয় জলপাইগুড়ি শিল্পসমিতিপাড়া প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রতিশোধ নিতেই প্রাক্তন স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। বড় শ্যালিকাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ওই গৃহবধূর জামাইবাবু

মালদা ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের পর প্রতিশোধ নিতেই প্রাক্তন স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। বড় শ্যালিকাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন ওই গৃহবধূর জামাইবাবু। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজার থানার মীরচক এলাকায়। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত অমিত শেখ ধারালো অস্ত্র নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে এলাকার বাসিন্দারা তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরপরই উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত অমিত শেখকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত মহিলার নাম মিনা খাতুন (২৪)। তিনি পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী। অপর আক্রান্তের নাম দিলীপ শেখ (৩৭) তার প্রাক্তন স্বামী অমিত শেখের সঙ্গে কয়েক মাস আগে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এরপরে ইংরেজবাজার শহরের মীরচক এলাকায় মায়ের বাড়িতেই থাকেন ওই মহিলা।প্রত্যক্ষদর্শীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, এদিন রাতে খেতে বসার সময় আচমকায় অমিত শেখ বাড়িতে ঢুকে তার প্রাক্তন স্ত্রীকে চাকু দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। সেই সময় ওই মহিলার এক জামাইবাবু দিলীপ তখন শ্যালিকাকে বাঁচানোর জন্য অভিযুক্তকে ধাওয়া করে। তখনই অভিযুক্ত ওই যুবক দিলীপকে চাকু দিয়ে আঘাত করে । তাদের চিৎকারে এলাকার বাসিন্দারা অভিযুক্তকে অমিত শেখকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।আক্রান্ত গৃহবধূর পরিবার পুলিশকে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই মাদকের নেশায় আসক্ত রয়েছে অভিযুক্ত অমিত শেখ। এই কারণে সংসারে অশান্তি হওয়ার জন্যই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। আর তারপরে এমন ঘটনাটি ঘটিয়েছে।ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টিকে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

তুফানগঞ্জের বলরামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কামাত শেওড়াগুড়ি এলাকায় এক ছানা ব্যবসায়ি খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জের বলরামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কামাত শেওড়াগুড়ি এলাকায় এক ছানা ব্যবসায়ি খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের দাবি গতকাল রাতে ওই ছানা ব্যবসায়ী সুব্রত ঘোষ যখন বাড়ি ফিরছিল সেই সময় বলরামপুর রোডে কামাত শেওড়াগুড়ি এলাকায় তার রাস্তা আটকে তাকে খুন করা হয়। পরিবারের দাবি গতকাল রাত এগারোটা নাগাদ পরিবারের লোকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিল সুব্রত ঘোষ। গতকাল রাতেই তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রাস্তা আটকে ব্যবসায়ীকে খুনের ঘটনার প্রতিবাদে এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে আজ সকাল থেকেই কামাত শেওড়াগুড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তা টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা। পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিভিন্নভাবে আঃেদালনকারীদের আশ্বস্ত করলেও এখনো এখনো অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

বকেয়া টাকার দাবিতে থানার সামনে বিক্ষোভে সামিল হলো কয়েকশো শ্রমিক

জলপাইগুড়ি ঃ চা বাগানে কাজে এসে বাগানে মালিকপক্ষকে না পেয়ে বাগান বন্ধের আশংকা নিয়ে ৬ কিমি রাস্তা পায়ে হেটে বানারহাট থানায় এসে বিক্ষোভ দেখালো দেবপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা।দীর্ঘক্ষণ থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে কয়েকশো শ্রমিক। থানার প্রধান গেট বন্ধ থাকায় থানায় বিভিন্ন কাজে আসা সকলকে থানায় ঢুকতে সমস্যায় পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত বানারহাট থানার আই সি শান্তানু সরকার তাদের বকোয়া মেটানোর জন্য মালিক পক্ষের সাথে কথা বলার আশ্বাস দিলে বেলা দুটা নাগাদ বিক্ষোভ তুলে নেন।এদিন শ্রমিকরা থানার আইসি কে জানান রবিবারের মধ্যে স্টাফদের আট মাস, সাবস্টাফদের তিন মাস এবং শ্রমিকদের এক মাসের বকোয়া না মিটালে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে আরো বড় আঃেদালনে সামীল হবে। অন্যদিকে, বাগান কতৃপক্ষের দাবী বাগান আজ খোলাই ছিল শ্রমিকরা কাজে যায়নি।

মেয়র গৌতম দেব মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অনেক ওয়ার্ডে ঘুরেছেন এবং ব্রতীদের মধ্যে পূজার সামগ্রী বিতরণ করেছেন

শিলিগুড়ি ঃ ছট পুজোকে সামনে রেখে শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ছট ব্রতীদের পুজোর সামগ্রী বিতরণের অনুষ্ঠান চলছে। গত কয়েকদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা ও মন্ত্রীরা ছটব্রতীদের পূজার সামগ্রী বিতরণ করছেন। শুক্রবার, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অনেকগুলি ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন এবং ছট ব্রতীদের পূজার সামগ্রী সরবরাহ করেন।

শুক্রবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে আসেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ

কলকাতা ঃ কে কাকে প্রটেকশন দেবে? এগুলো তো পার্টির কাজ নয়। রাজনৈতিক কর্মীরা মানুষের কাছে যায়না। মানুষকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ক্রমশঃ পাকিস্তান আফগানিস্তানের মতো হয়ে যাচ্ছে। এখানে কেউ সুরক্ষিত নয়। প্রকাশ্যে পিটিয়ে মানুষ মারা হচ্ছে। কেউ বিরোধিতা করলে, তাকে রেয়াত করা হচ্ছে না। প্রশাসন কোথায়? আইন শৃঙ্খলা কোথায়? সরকার কোথায়? মুখ্যমন্ত্রী ২ মাস ধরে বাড়িতে বসে আছেন। তিনি চালাতে পারছেন না। অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত। ভাইপোকে দিয়ে দিন। রিজাইন করুন। পুলিশ মন্ত্রী অন্য কাউকে করুন। পারবেন না, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি ওনাকে ভোট দিয়ে ভুল করেছে?

শুভেন্দু বলেছেন সিপিএম কর্মীদের দল প্রটেকশন দিতে পারছে না। ওনার সঙ্গে অনেকে যোগাযোগ করছে। আমাদেরও আড়াইশো কর্মীকে খুন করা হয়েছে। এবার কি মানুষ অস্ত্র নিয়ে নামবে? বিদ্রোহ করবে? পুলিশ কি করবে? সরকার কি করবে? অর্ধেক পুলিশ তৃণমূল নেতাদের বাড়ি বাড়ি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপরেও খুন হচ্ছে। এর মানে সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এতো খুন হয়। চার্জ শিট হয়না। তার মানে ওরাই সরকারের সঙ্গে মিশে আছে। জিজ্ঞাসাবাদ মানে কি ডান্ডা দিয়ে মাথায় মারা? উনি দিব্যি সুস্থ মানুষ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে থানায় গেলেন। তারপর হঠাৎ মারা গেলেন? পুলিশ কি ডাক্তার? ও নিজে বোঝেনি তার কি সমস্যা? একজন সুস্থ হোক বা অসুস্থ হোক, থানায় গেলেই মারা যাবে? পুলিশ এতো নিষ্ঠুর কেনো? প্রকৃত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কারণ তলে তলে তাদের সঙ্গে সাঁট আছে। আর যারা সাধারণ মানুষ, তাদের সঙ্গে এই ক্রুর ব্যাবহার, হত্যা করা হচ্ছে, এটা কোনো সভ্য সমাজে কল্পনা করা যায়না। কার সঙ্গে কি জোট, ওনার সার্টিফিকেট লাগবে না। পাটনায় একসঙ্গে বসে চা খেয়েছেন কারা? বেঙ্গালুরুতে পিকনিক করেছেন কারা? সেখানে কি বিজেপি ছিল? আর এখানে ফিরে এসে আই ওয়াশ চলছে। তৃণমূল কোথায় আছে? নিজেদের মধ্যে মারামারি, পুলিশ দিয়ে রাজনীতি। দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করছে পুলিশ অফিসার। না নেতা, না বিধায়ক, কেউ নেই, পুলিশ আছে। তারাই টাকা তুলে দিচ্ছে, তারাই কমিটি করে দিচ্ছে। তারাই পার্টি চালাচ্ছেন।

আজকের আবহাওয়া ঃ সিনোপসিস

গভীর নিম্নচাপ আজ সকালে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের নাম মিধিলি। নাম দিয়েছে মালদ্বীপ। ক্রমশ এটি ওড়িশা ও বাংলা উপকূলের কাছাকাছি চলে আসছে। দীঘা থেকে দূরত্ব ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে।

হাসপাতালে পৌঁছন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং

আমডাঙা ঃ আমডাঙা পঞ্চায়েতের প্রধান ছিলেন। তাই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকার সর্বত্র। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় আমডাঙা। বন্ধ হয়ে যায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া কামদেবপুরহাট। জাতীয় সড়কের উপর যান চলাচলও স্তব্ধ হয়। তখনই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আমডাঙা থানার পুলিশ। আবার খুন করা হল তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে। বোমা মেরে হত্যা করা হল আমডাঙার পঞ্চায়েত প্রধানকে। এই খুনের নেপথ্যে কারা? তদন্ত করে উত্তর বের করছে পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেস নেতার খুনে এলাকায় তুমুল আলোড়ন পড়েছে। জয়নগরের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার আমডাঙায় হত্যা করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানকে। আমডাঙায় তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধানকে লক্ষ্য করে বোমা মারার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় পড়ে ছিল আমডাঙা পঞ্চায়েতের প্রধান রূপচাঁদ মণ্ডল। তাঁকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আমডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে। তার পর অবস্থার অবনতি হলে নিয়ে যাওয়া হয় বারাসতে। বৃহস্পতিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনায় পঞ্চায়েত প্রধানের খুনের ঘটনা ঘটায় শিউরে উঠলেন স্থানীয় মানুষজন। বোমা মেরে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি ঠিক কী ঘটেছিল? স্থানীয় সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আমডাঙা থানার কামদেবপুর হাটে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ গিয়েছিলেন রূপচাঁদ মণ্ডল। তখন আচমকাই একদল দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ফেলে। তারপর তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা মেরে চম্পট দেয় তারা। সামনাসামনি বোমার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যান রূপচাঁদ। রক্তাক্ত হয় আমডাঙার মাটি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে আমডাঙ্গা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় রূপচাঁদের। ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেছেন হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা আমাডাঙ্গা কামদেমপুর হাটে আমডাঙ্গা খেলিয়া পঞ্চায়েত প্রধান রূপচাঁদ মন্ডল কে লক্ষ্য করে বোমাবাজি। আশংকাজনক অবস্থায় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে আমডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আমডাঙ্গা থানার পুলিশ।তবে কে বা কারা এই বোমাবাজি করেছে তা এখনো জানা যায়নি।স্থানীয়রা জানায় প্রধান রূপচাঁদ মন্ডল (রুবি)কামদেবপুর হাটে বসে ছিলেন,আচমকা দুস্কৃতিরা এসে প্রধানকে লক্ষ্য করে বোম ছোড়ে,বোম সরাসরি প্রধানের গায়ে লাগে, আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গলা সংলগ্ন তার ডান হাত। বিকট শব্দে কেপে ওঠে,সেইসময় প্রধান একাই ছিলো।স্থানীয়রা ভাবে লরির টায়ার ফেটে এই বিকট শব্দ হয়।তারপরেই দেখা যায় প্রধান রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিটে লুটিয়ে পরে আছে।সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।চিকিৎসকরা জানান অবস্থা আশংকাজনক।তড়িঘড়ি আমডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় বারাসতের এক বেসরকারি হাসপাতালে,হাসপাতালে আসেন সাংসদ অর্জুন সিং এবং আমডাঙ্গার বিধায়ক রফিকুর রহমান। অর্জুন সিং জানান প্রধানের মৃত্যু হয়েছে।বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই তার মৃত্যু হয় বলে সাংসদ জানান।এলাকায় ব্যপক উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে আমডাঙ্গা থানার পুলিশ।গোটা ঘটনার তদন্তে আমডাঙ্গা থানার পুলিশ। আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান জানান পুলিশ সঠিক তদন্ত করে অপরাধী সঠিক শাস্তি দেবে,তিনি আশাবাদী। তবে কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত তা বিধায়কের জানা নেই। তবে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে এই বোমা হামলার ঘটনা ঘটে।

মিধিলির জেরে নিম্নচাপে সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া ও ইলশেগুড়ি বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে ধান চাষ

পাকা ধানে মই দিল মিধিলি, ঋণ পরিশোধের দুশ্চিন্তায় সুন্দরবনের কৃষক কুল,অগ্নিমূল্য হওয়ার আশঙ্কা শীতকালীন সব্জি

কলকাতা ঃ বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া অকাল ঘূর্ণিঝড় মিধিলির সরাসরি প্রভাব বঙ্গে না পড়লেও ঘূর্ণিঝড়ের জেরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপে জেরবার রাজ্যের সুন্দরবন ও উপকূলীয় এলাকাগুলি। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের দিকেই বাঁক নিয়েছে মিধিলি। কিন্তু বাংলাদেশ ঘেঁষা বসিরহাটের সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় মিধিলির জেরে যেভাবে ঝোড়ো হাওয়া শুরু হয়েছে, তাতে পাকা ধানে মইয়ের আশঙ্কা দেখছেন সুন্দরবনের কৃষকরা। বসিরহাটের সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ১ ও ২ নং ব্লক, হাসনাবাদ, মিনাখাঁ সহ ছটি ব্লকের কৃষকদের মাথায় হাত। ঝোড়ো হাওয়ায় বিঘার পর বিঘা ধানের ক্ষেতে যেভাবে পাকা ধানগুলি ভেঙে পড়ছে তাতে বেজায় সমস্যায় পড়েছেন কৃষকরা। পাশাপাশি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির ফলে তুলে রাখা ধান গুলিতেও জমেছে জল। ফলে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন সুন্দরবনের কৃষকরা। ইতিমধ্যে নবান্নর তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জেলাশাসক ও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ঝড় বা বৃষ্টিতে যত সম্ভব ফসলকে রক্ষা করতে হবে। তার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার সবকিছু গ্রহণ করতে হবে। যদিও বিপুল পরিমাণে ফসলের ক্ষতি হওয়ায় কিভাবে ঋণ পরিশোধ করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন চাষীরা। শুধুমাত্র ধান নয়, শীতকালীন সব্জি যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, নতুন আলু, ওলকপি, বিট ও গাজরের মতে সব্জিগুলো ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে। ফলে স্বভাবতই দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছে সুন্দরবনের কৃষকদের মধ্যে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রধান বেবি ঘোষ জানিয়েছেন, প্রশাসনিক ভাবে আমরা ইতিমধ্যে কৃষকদেরকে সতর্ক করেছি। ইতিমধ্যে কৃষকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে যেন সুরক্ষিত জায়গায় তুলে রাখেন। তার জন্য পর্যাপ্ত ত্রিপলেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কার্তিক লড়াই দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমায় কাটোয়া শহরে

কাটোয়া ঃ বাংলার লোকউৎসব কাটোয়ার কার্তিক লড়াই। এই কার্তিক লড়াই দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমায় কাটোয়া শহরে। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে বিভিন্ন ক্লাবে থিমের পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কাটোয়ার ঝংকার ক্লাবের পুজো মন্ডপের থিম হলো অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। বৃহস্পতিবার কাটোয়ার ঝংকার ক্লাবের কার্তিক পুজোর উদ্বোধন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমানদ্বীপ। উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী,কাটোয়ার মহকুমাশাসক অর্চনা পি ওয়ান খেড়ে,কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বোষাক সহ অন্যান্যরা। এরপর কাটোয়ার পানুহাট ইয়ংস্টাফ ক্লাবের কার্তিক পুজো মন্ডপের উদ্বোধন করলেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা,রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক তথা গাছ মাস্টার অরূপ চৌধুরী,দক্ষিণবঙ্গের এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মন্ডল,বাংলাদলের ভলিবল প্রশিক্ষক সুদীপ্ত কুমার,রক্তদান আন্দোলনের কর্মী জয়দেব দত্ত,মাঝিগ্রাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুব্রত সাহা সহ অন্যান্যরা। ইয়ংস্টাফ ক্লাবের পুজো মন্ডপের থিম হলো দিল্লির লালকেল্লা। এইবার পুজো ৫৮ বছরে পড়লো। ইয়ংস্টাফ ক্লাবের পুজো উদ্বোধন অনুষ্ঠান মঞ্চে অতিথিদেরকে ফুলের তোড়া না দিয়ে চারা গাছ দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। গাছগুরুফের পক্ষ থেকে ২০০ টি চারা গাছ দেওয়া হয়। কয়েকশো দুঃস্থ মানুষদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয় কমিটির পক্ষ থেকে। পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়। পুজো মন্ডপ দেখতে ভিড় জমাচ্ছে এলাকার মানুষেরা। পুজোয় আনন্দে মেতে উঠছে পানুহাট এলাকার মানুষেরা

মোবাইলের দোকানে দুঃসাহসের চুরি

মেমারী ঃ মেমারীতে মোবাইলের দোকানে দুঃসাহসের চুরি।ঘটনাটি ঘটেছে মেমারীর বামুন পাড়া এলাকায়। জানা যায় দোকানের এডবেস্টারের চাল ভেঙে দোকানে ঢুকে পড়ে চোরের দল, সেখান থেকে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা।শুক্রবার দোকানে এসে দেখেন দোকানের অধিকাংশ দামী জিনিস চুরি হয়ে গেছে, এডবেস্টারদের চাল ভাঙ্গা। আনুমানিক প্রায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান দোকানদার। ইতিমধ্যে বিষয়টি মেমারী থানায় জানানো হয়েছে,বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উনুন নেই রান্না করবো কিসে? আজও অভুক্ত থাকতে হবে

সুদেষ্ণা মন্ডল, জয়নগর ঃ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে জয়নগরের বামুনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি লস্করপাড়া গ্রাম।দক্ষিণ বারাসতের সিপিআইএমের দলীয় কার্যালয় থেকে গ্রামে ফিরছে মহিলা - শিশুরা। শুক্রবার সকালে দলুয়াখাকি গ্রাম যেন পুনরায় আবার জেগে উঠছে। গ্রামের ঘর ছাড়া মহিলারা ধীরে ধীরে বাড়ি আসছে। গোটা গ্রাম এখনো পুরুষশূন্য। নিজেদের বাড়িতে ফিরে পুড়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খুঁজতে ব্যস্ত গ্রামের মহিলা থেকে শুরু করে শিশুরা। ঘরে কোন কিছু অবশিষ্ট নেই সমস্ত কিছু উড়ে গিয়েছে। গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে সিপিএম দলের পক্ষ থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক তুলে দেয়া হয়েছে। হাঁড়ি , বাসন, চাল ,ডাল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক বিডিও অফিস ও সিপিএমের দলীয় কার্যালয় থেকে মহিলাদের সাহায্য করা হয়েছে। নিজেদের বাড়িতে এসে আবারো সমস্যার মুখে পড়েছে ঘরছাড়া মহিলারা। চাল, ডাল সহ খাবারের সমস্ত সামগ্রিক রয়েছে কিন্তু আগুনের কোন ব্যবস্থা নেই। উনুন বলতে কিছু নেই কার্যত শিশুদের নিয়ে অনাহারে কাটাতে হবে আবার। রেহানা লস্কর তিনি বলেন, ঘটনার পর থেকে গোটা গ্রাম কার্যতো পুরুষ শূন্য। তৃণমূলের লোকেরা এসে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে ।প্রাণভয়ে আমরা সিপিএমের পার্টি অফিসে আশ্রয় নিয়েছিলাম। পার্টি অফিস থেকে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রিক দিয়েছে আমরা গ্রামে এসছি। গ্রামে এসে দেখি রান্না করার জন্য যে আগুনের প্রয়োজন বা উনানের প্রয়োজন উনান নেই। রান্না করবো কিসে? আবারো অভুক্ত থাকতে হবে আমাদের। ঘর ছাড়া মহিলারা গ্রামে ফিরলেও মনের মধ্যে চাপা আতঙ্ক রয়েছে। মহিলাদের ও শিশুদের চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। যেভাবে উনাদের চোখের সামনে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল আসছে তো দুষ্কৃতীরা উনাদের বাড়িতে সেই ঘটনা যেন চোখের সামনে ভেসে উঠছে উনাদের।এলাকায় কার্যত একটি বাড়িও আস্ত নেই। আগুনে পুড়ে গিয়েছিল গ্রামের বিদ্যুত্বাহী সব তার। এখনও বিদ্যুৎ ফেরেনি। ফলে রাতটা তাঁদের কাটাতে হবে অন্ধকার গ্রামে, ভাঙা বাড়িতে। জয়নগরের তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বামুনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি গ্রামে । ২০-২৬ টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। গ্রামের ঘরগুলিতে ব্যাপক তাণ্ডব নীলা চালায়। প্রাণভয়ে সিপিএমের পার্টি অফিসে আশ্রয় নেয় অসহায় পরিবার গুলি। অবশেষে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে দলুয়াখাকি গ্রাম । এখনো গ্রামে মোতায়েন করা রয়েছে পুলিশপিকেট।

পানাপুকুরে আবারও বোমা উদ্ধার

সুদেষ্ণা মন্ডল , ভাঙর ঃ ভাঙড়ের পানাপুকুরে আবারও বোমা উদ্ধার। উদ্ধার বস্তায় মোড়া বালতি ভরা তাজা বোমা।। আট থেকে দশটি বোমা উদ্ধার।।ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।। ঘটনাস্থলে কাশিপুর থানার পুলিশ।। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর শুক্রবার সকালে ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের পানাপুকুর গ্রামের একটি বাগানে বস্তায় মোড়া বালতিতে রাখা বেশ কিছু বোমা দেখতে পান স্থানীয়রা। তারপরই কাশীপুর থানায় খবর দিলে কাশিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।। কে বা কারা এই বোমা এখানে রেখেছে তার তদন্ত শুরু করেছে কাশিপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা। তবে এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক জল্পনা। এলাকার আইএসএফ সদস্য আজারউদ্দিন মোল্লা বলেন বারবার আমাকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছিনা বলে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমার বাড়ির পিছনের বাগানে বোমা রেখেছে তৃণমূল ।আজারউদ্দিন মোল্লার গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে ঘটনা প্রসঙ্গে আরাবুল ইসলাম বলেন, আইএফএস সদস্য আজারউদ্দিন মোল্লার নেতৃত্বে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অপরাধীদের গ্রেফতার না করলে তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় নামবে। যারা জ্বালায় পরবে তারাই তৃণমূলে যোগ দেবে।।

শিলিগুড়ি মহকুমার জগন্নাথপুর থেকে দুটি অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করল বিধাননগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ শুক্রবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জগন্নাথপুরে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে অভিযান চালাতেই দুটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর রেখে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুটি ট্রাক্টরের চালক। এবং পুলিশ অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক্টর দুটি আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধাননগর থানার পুলিশ। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অবৈধ বালি পাথরের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হবে।

শিলিগুড়িতে ৩ ট্রাক থেকে উদ্ধার ১০৮টি গরু, গ্রেফতার ২ অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি ঃ মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে তিনটি ট্রাক আটক করে পুলিশ। এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় গরু। তবে এই ঘটনায় দুটি ট্রাকের চালক পালিয়ে গেলেও একটি ট্রাকের চালক ও খালাসিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম সাকাপদ আলাম(২৪) আবু সামা(২১)। দুজনেই উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির দৌলতপুর এলাকার বাসিন্দা। বিধাননগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে তিনটি ট্রাক থেকে মোট ১০৮টি গরু উদ্ধার হয়েছে। এবং গরু গুলো বিহারের কাটিহার থেকে আসামে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

শক্তি প্রমুখ গঠনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এলো বিজেপির গোষ্ঠীবন্দল। অভিযোগ তুলে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিলো বিজেপির কর্মী সমর্থকরাই

কোচবিহার ঃ শক্তি প্রমুখ গঠনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে এলো বিজেপির গোষ্ঠীবন্দল। মন্ডল সভাপতি এর বিরুদ্ধে শক্তিপ্রমুখ গঠন নিয়ে স্বজনপোষণ এর অভিযোগ তুলে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দিলো বিজেপির কর্মী সমর্থকরাই। দলীয় কার্যালয় সংলগ্ন রাজ্য সড়ক অবরোধ করেও চলে বিক্ষোভ। অভিযোগ স্থানীয় বিজেপির অঞ্চল কমিটির সঙ্গে আলোচনা না করেই নিজের খেয়াল খুশি মতো শক্তিক প্রমুখ পরিবর্তন করেন মন্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মন। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ নিজের কাছের লোককে শক্তি প্রমুখ করে প্রকৃত দলীয়কর্মীদের বঞ্চিত করেছেন মন্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মন। এই ঘটনার প্রতিবাদে শালবাড়ি ২ ন ং গ্রাম পঞ্চায়েতের তল্লীগুড়ি বিজেপি দলীয় কার্যালযে তালা ঝুলিয়ে দেয় বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। স্থানীয় বিজেপি কর্মী চরন সাহা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে যারা বিজেপির হয়ে কাজ করছে তাদেরকে বঞ্চিত করে মন্ডল সভাপতি নিজের খেয়াল খুশি মতো শক্তি প্রমুখ পরিবর্তন করেছেন। শক্তি প্রমুখ পরিবর্তন করার সময় অঞ্চল কমিটির সঙ্গে কোন আলোচনা করেননি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা দলের হয়ে কাজ করেছে গ্রাম পঞ্চায়েত জিতিয়েছে দলের হয়ে কাজ করতে গিয়ে জেল খেটেছে আজ তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। অপরদিকে বিজেপির তিন নম্বর মন্ডল সভাপতি প্রভাত বর্মন বলেন, যে সমস্ত অভিযোগ করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কোনরকম স্বজন পোষণ হয়নি। প্রাক্তন শক্তি প্রমুখ কল্যাণ ডাকুয়াকে গত দুর্গাপূজার আগেই দল বিরোধী কাজের জন্য তাকে শোকজ করা হয়েছিল। তারপরেও বহুবার দল বিরোধী কাজ এবং মহিলা সংক্রান্ত গন্ডগোলের জন্য তাকে দলের পথ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সেই এলাকা থেকেই আলোচনার মাধ্যমে নতুন মুখ নিয়ে আসা হয় শক্তি প্রমুখের দায়িত্বে। প্রাক্তন শক্তি প্রমুখ কল্যাণ বাঁকুড়া কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে ভুল বুঝিয়ে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। বিষয়টি জেলা নেতৃত্ব কে জানানো হবে।

বাহির মায়ের মন্দিরের কাজের শুভ সূচনা হলো

মালদা ঃ হবিবপুর ব্লকের, বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নতুন বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন বাহির মায়ের মন্দিরের কাজের শুভ সূচনা করা হলো বৃহস্পতিবার।জানা গেছে বুলবুলচন্ডী নতুন বাস স্ট্যান্ডের পাশে বাহির কালী থানে পূজা করা হয় বহুদিন ধরে। গ্রামবাসীদের বহুদিনের দাবি বাহির মায়ের থানের জায়গাটা বাধিয়ে দেওয়া হকো ওই জায়গায় বেহাল অবস্থায় থাকায় এদিন বুলবুলচন্ডী অঞ্চলে তরফে সেই জায়গায় কংক্রিট ঢালায় করার শুভ সূচনা করা হয়।বৃহস্পতিবার প্রায় তিন লক্ষ টাকা বাজেটের ঐ বাহির কালী থানের এলাকা বাধানোর কাজের শুভ সূচনা করা হয়।এই বিষয়ে হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা পীযুষ মণ্ডল বলেন,বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকা ব্যায়ে বাহির কালী মায়ের জায়গা কংক্রিট ঢালাই এর কাজের শুভ সূচনা করা হয়। এদিন বুলবুলচন্ডী অঞ্চলে প্রধান পুজা হাসদা,উপপ্রধান সমীর সাহা সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,এই কাজ হওয়াতে খুশি বুলবুলচন্ডী এলাকার সাধারণ মানুষ। এই কাজের জন্য ওই এলাকার গ্রামবাসীরা সাধুবাদ জানিয়েছেন বুলবুলচন্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতকে

২৫ থেকে ২৭ জানুয়ারি সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের ৩৮ তম জেলা সম্মেলন এবারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে

মালদা ঃ সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের ৩৮ তম জেলা সম্মেলন এবারে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মালদার ইংরেজবাজার শহরে। নতুন বছরের ২৫ থেকে ২৭ জানুয়ারি ইংরেজবাজারে এসএফআইয়ের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে মালদার ইংরেজবাজার শহরের ফোয়ারা মোড়ে সাধারণ মানুষের কাছে সহযোগিতার জন্য রাস্তায় নামলেন জেলা সিপিএম নেতৃত্ব এবং এসএফআইয়ের কর্মকর্তারা। পাশাপাশি এদিন জেলা সিপিএমের পক্ষ থেকেও একটি রেলি করা হয় । সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী, দলের জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র , প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন এসএফআইয়ের অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জেলা সম্মেলনের বিষয়ে রেলির মাধ্যমে প্রচার চালানো হয় এবং ওই ছাত্র সংগঠনের প্রাক্তন এবং বর্তমান সদস্যরাও সাধারণ মানুষের কাছে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য আবেদন জানান।

আবার দুর্ঘটনার কবলে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর গাড়ি

মালদা আবার দুর্ঘটনার কবলে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরীর গাড়ি।জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে মানিকচক থেকে মালদা শহরে ঢোকার মুখে ইংরেজ বাজারে চন্দন পার্ক এলাকায় বিজেপি বিধায়কের গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি কালো কালারের স্করপিও। বিধায়কের দাবি ওই গাড়িতে ছিলেন ইংরেজবাজারের অমৃতি অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতি অনিকেত রায়। ঘটনা লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ইংরেজবাজার থানায়।

কোমরে দড়ি বাঁধা ও মাথা ন্যাড়া অবস্থায় অজ্ঞাত এক নারীর লাশ পাওয়া গেছে

মালদা ঃ ফের বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী এলাকায় অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার।মালদার চাঁচল থানার মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী মায়াপুর গ্রামের মরা মহানন্দা নদী থেকে আজ সকালে এই পচাগলা মৃতদেহটি নজরে আসে এলাকাবাসীর। মৃতদেহটির কোমরে বাধা রয়েছে দড়ি। মাথায় নেই চুল। যদিও এই মৃতদেহটি কার। কে বা কারা মারলো। কোন কিছুই এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চাঁচল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। একবছর আগে ঘটনাস্থল থেকে এক কিমি দুরে মহানন্দাপুরে মাটি খুড়ে এক মহিলার দেহ পাওয়া গিয়েছিল।

বৌদির গলায় দা দিয়ে কোপ বসানোর অভিযোগ দেবরের বিরুদ্ধে

জলপাইগুড়ি ঃ আচমকাই বৌদির গলায় দা দিয়ে কোপ বসালেন দেবর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের গাদং ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটপাড়া এলাকায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে,ধূপগুড়ি ব্লকের ভোটপাড়া এলাকার বাসিন্দা নিখিল রায়ের সাথে সরস্বতী রায়ের বিয়ে হয়। কিন্তু প্রায় বছর পাঁচেক আগে নিখিল রায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর থেকে স্বামীর বাড়িতেই একমাত্র মেয়ে সহ মায়ের সাথে থাকেন সরস্বতী দেবী। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর একমাত্র দেবর সুনিল রায়ের সাথে মাঝে কিছু বিষয়ে ঝামেলা হয় আর যে কারণে দেবর বাড়িতে থাকতো না। আর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সরস্বতী দেবী ধূপগুড়ির কালিপূজার মেলায় যাবেন বলে রেডি হচ্ছিলেন। সেসময় আচমকাই কুয়ার পাড়ে থাকাকালীন সময়ে সরস্বতী রায়ের গলায় দা দিয়ে কোপ বসিয়ে দেন দেবর। এদিকে দায়ের আঘাতে জখম সরস্বতী দেবী পাশের বাড়ির উঠোনে গিয়ে পড়ে যান। পরবর্তীতে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে ধূপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে বৌদিকে কোপ বসানোর পর পালিয়ে গেছে দেবর। অন্যদিকে ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে যান ধূপগুড়ি থানার আইসি সুজয় তুঙ্গা সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি ধূপগুড়ি হাসপাতালেও যান পুলিশ কর্মীরা। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

গাজায় হামাস তৃতীয় দফায় জিম্মি হস্তান্তর করেছে, যাদের মধ্যে একজন আমেরিকান শিশু

ইসরাইলের সাথে যুদ্ধ বিরতি সমঝোতার অংশ হিসেবে গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস তৃতীয় দফায় জিম্মি হস্তান্তর করেছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, গাজায় জঙ্গিরা যাদের মুক্তি দিয়েছে, তাদের মধ্যে চার বছরের আমেরিকান মেয়ে আবিগেইল ইডান রয়েছে। হোয়াইট হাউস জাতিয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সালিভান বলেছেন, ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরাইলে হামাসের হামলার সময়, মেয়েটির 'বাবা মাকে তার চোখের সামনে হত্যা করা হয়।' সালিভান এবিসি টেলিভিশনের 'দিস উইক' অনুষ্ঠানে এ'কথা বলেন। সালিভান বলেন, হামাসের হাতে সর্বমোট নয়জন আমেরিকান এবং যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অধিকার আছে এমন একজন বিদেশি জিম্মি রয়েছে। ইসরাইল বলেছে, অতিরিক্ত ১০জন জিম্মি মুক্তির বিনিময়ে তারা বর্তমান যুদ্ধ বিরতি এক দিন করে বাড়াবে। 'যদি এই বিরতি থেমে যাই, তাহলে তার দায়িত্ব হামাসের উপর বর্তাবে,' সালিভান বলেন। এর আগে, হামাসের কাছ থেকে মুক্তি পাবে এমন জিম্মিদের তালিকা পেয়েছে বলে রবিবার জানায় ইসরাইল। চারদিনের যুদ্ধবিরতির তৃতীয় দিনে এই জিম্মিদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

জিম্মি ও নিখোঁজদের সমন্বয়কারী কার্যালয় থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তালিকাটি পরীক্ষা করে দেখছেন। জিম্মিদের পরিবারকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছে। গাজায় যুদ্ধ বিরতির মাঝে, পশ্চিম তীরে ইসরাইলি বাহিনী কমপক্ষে ছয়জন ফিলিস্তিনিকে রাতে গুলি করে হত্যা করেছে বলে রবিবার জানিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। শনিবার রাতে হামাস মোট ১৭ জন জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। এর মধ্যে ১৩ জন ইসরাইলি এবং চারজন থাইল্যান্ডের নাগরিক। এর কিছুক্ষণ পর রবিবার ভোরে ইসরাইল ৩৯ জন ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেয়। ইসরাইল দাবি করে, হামাস ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিনিময় চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ করে এবং পূর্ব নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা পর জিম্মিদের ছাড়ে। ইসরাইলি কর্মকর্তারা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কাতারি ও মিশরীয় মধ্যস্থতাকারীদের উদ্যোগে জিম্মিদের অবশেষে মধ্যরাতের ঠিক আগে মুক্তি দেওয়া হয়। সাতজন শিশু ও ছয়জন নারীসহ মুক্তি পাওয়া ১৩ জন ইসরাইলি নাগরিকের অধিকাংশই কিববুৎজ বেইরির বাসিন্দা। এদের মধ্যে শিশুদের বয়স ৩ থেকে ১৬ বছর এবং নারীরা প্রায় ১৮ থেকে ৬৭ বছর বয়স্ক। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী এবং শিন বেট সিকিউরিটি সার্ভিসের পক্ষ থেকে জিম্মিদের মুক্তির ঘোষণা আসার পর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতিতে তাদের গ্রহণের ঘোষনা দেন, যার মধ্যে ১৩ জন ইসরাইলি, চারজন থাই নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। জাতিসংঘ বলেছে, এই বিরতির ফলে তারা তাদের মানবিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। মানবিক বিষয়ক সমন্বয় দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শনিবার গাজার উত্তরাঞ্চলে ৬১ ট্রাক ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পানি ও জরুরি চিকিৎসা সরঞ্জামাদি। গত ৭ অক্টোবরের পর গাজায় পাঠানো ত্রাণের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ। শিফা হাসপাতালে মোট ১১টি অ্যাম্বুলেন্স, তিনটি কোচ এবং একটি ফ্ল্যাটবেডও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ২৯ হাজার লিটার জ্বালানি গাজায় প্রবেশ করেছে বলেও জাতিসংঘের বিবৃতিতে বলা হয়।

অ্যান্টিবায়োটিক খেলে যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে

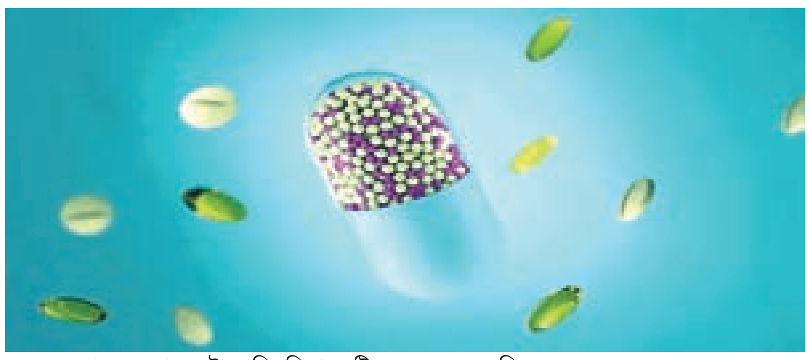

চিকিৎসা বিজ্ঞানে যতো বড় বড় আবিষ্কার বা উদ্ভাবন হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মোড় ঘোরানো একটি ছিল জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক, যা মূলত ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এটি এমন কিছু ব্যাকটেরিয়াও ধ্বংস করে দেয় যা শরীরের জন্য উপকারী। তার মানে এই নয় যে অ্যান্টিবাযোটিক খাওয়া যাবে না। চিকিৎসক পরামর্শ দিলে নিয়ম মেনে অবশ্যই ওষুধের পুরো কোর্স শেষ করতে হবে।

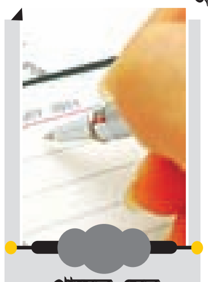

পায়েল সেন
প্রাবন্ধিক

কিন্তু এর ফলে যেসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সে ব্যাপারে বাড়তি কিছু যত্নেরও প্রয়োজন আছে।

জেনে নিন, ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা কী পরামর্শ দিয়েছেন।

ব্যাকটেরিয়া নামটা শুনলেই মনে হয় এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু মানবদেহে প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া রয়েছে।

যার কিছু ভালো আর কিছু খারাপ। এই খারাপভালো ব্যাকটেরিয়া শরীরকে একটি ভারসাম্যের মধ্যে রাখে।

কিন্তু অ্যান্টিবাযোটিকের কাজ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা। এটা ভালো না খারাপ সেটা অ্যান্টিবাযোটিক বুঝতে পারে না। তাই কোনও রোগী অ্যান্টিবায়োটিক খেতে শুরু করলে তার শরীরের খারাপ ব্যাকটেরিয়াগুলো ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি ভালো ব্যাকটেরিয়াও নষ্ট হয়ে যায়।

এতে শরীর তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারায়। ফলে সবচেয়ে সাধারণ যে দু'টি সমস্যা দেখা দেয় তা হল ডায়রিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ।

ডায়রিয়া

শরীরে যেসব ব্যাকটেরিয়া আছে তার বেশিরভাগই আমাদের পাচনতন্ত্রে থাকে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলো খাবার হজম করা থেকে শুরু করে ক্ষতিকর ভাইরাস, পরজীবী থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

কিন্তু অ্যান্টিবাযোটিক অন্ত্রের ভাল ব্যাকটেরিয়াও মেরে ফেলে এবং ভাল ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়।

যার ফলে রোগীর মারাত্মক ডায়রিয়া, বদহজম, বমি বমি ভাব, জ্বর, পেটে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, মাথা ঘোরানো, ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।

করণীয়

অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে পেটে সমস্যা দেখা দিলে সবচেয়ে ভালো কাজ করবে প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবার।

এসব খাবার অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার একটি সুস্থ ভারসাম্য ফেরাতে, এক কথায় পেটকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে বলে জানিয়েছেন পুষ্টিবিদরা।

এক্ষেত্রে প্রোবায়োটিক যুক্ত খাবারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে 'দই'। তবে দইটি যেন অবশ্যই রং ও চিনিমুক্ত হয়। এতে হজম প্রক্রিয়া দ্রুত ও কার্যকর হবে।

এছাড়া অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য ফেরাতে প্রিবায়োটিক যুক্ত খাবারও কাজে দেবে। প্রিবায়োটিক হচ্ছে প্রোবায়োটিকের উল্টো।

প্রিবায়োটিক খাবারে জটিল কার্বোহাইড্রেট থাকে যা সহজে হজম হয় না, সময় লাগে। কাঁচা কলা, ঠান্ডা ভাত, সেদ্ধ ঠান্ডা আলু, আটার রুটি, পাস্তা, ওটস, বিভিন্ন ধরনের ডাল যেমন ছোলা, মসুর, কিডনি বিন, এছাড়া মটরদানা, পেয়াজ, রসুন, ভুট্টা, কাজু, পেস্তা বাদাম, ইত্যাদি প্রিবায়োটিক যুক্ত খাবারের উৎস।

সেইসাথে বিভিন্ন ফল যেমন তরমুজ, ডালিম, খেজুর, ডুমুর, জাম্বুরা ও শাক, বাঁধাকপি কাজে দেবে।

এসব খাবার অন্ত্রের প্রাচীরকে সুগঠিত করে তোলে।

গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অন্ত্রের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে শরীরের ভারসাম্য আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বেশ খানিকটা সময় লাগে।

অ্যান্টিবায়োটিকের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পুনরুদ্ধার করতে অনেকের প্রায় ছয় মাস বা তারও বেশি সময় লেগেছে বলে গবেষণায় দেখা গিয়েছে।

এছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম করা, বিশেষ করে হাঁটাহাঁটি বা দৌড়ানো, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ফেরাতে সাহায্য করবে।

ছত্রাক সংক্রমণ

ছত্রাক সংক্রমণ বা ইস্ট ইনফেকশনে মূলত নারীরা ভুগে থাকেন।

নারীদের যোনিপথে যে ভালো ব্যাকটেরিয়া থাকে, তা ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে কাজ করে।

কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে ওই ব্যাকটেরিয়া যখন মরে যায়, তখন সহজেই যোনিতে ছত্রাকের সংক্রমণ দেখা দেয়।

এমনটা হলে নারীদের উচিত হবে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।

ইস্ট ইনফেকশন হলে যোনি ও এর আশেপাশে তীব্র চুলকানি ও জ্বালাপোড়া হয়। বিশেষ করে সহবাসের সময় ও প্রস্রাবের সময় ব্যথা ও জ্বালাপোড়া করে। অনেক সময় রক্তও যেতে পারে।

সেইসাথে জলের মতো পাতলা বা পনিরের মতো ভারী স্রাব হয়। যোনিপথে ফুসকুড়ি ও তলপেটে তীব্র ব্যথা হতে পারে।

করণীয়

অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার মধ্যেই কিংবা অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়ার সাথে সাথে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কথা চিকিৎসককে জানাতে হবে।

এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা সাধারণত অ্যান্টিফাঙ্গাল বা ছত্রাকনাশক মলম বা ট্যাবলেট খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

সেইসাথে নারীদের উচিত হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নিয়মিত পরিষ্কার ও শুকনো সুতির অন্তর্বাস পরা এবং যেটাই পরবেন সেটি যেন শরীরের সাথে লেগে না থাকে, যথেষ্ট ঢিলে ঢালা হয়।

প্রতিদিন কয়েকবার, বিশেষ করে, প্রতিবার টয়লেট শেষে গরম জলেতে যোনিপথ পরিষ্কার করে নিতে হবে।

এছাড়া স্নানের সময় বালতিতে কিংবা বাথটাবে গরম জল পূর্ণ করে সেখানে কিছুক্ষণ বসে থেকে সেক দেয়া যেতে পারে। এটি খুব ভালো কাজ করে।

দীর্ঘ সময় ধরে ভেজা পোশাকে থাকা যাবে না। যেমন সাঁতারের পোশাক বা ঘামে ভেজা পোশাক দ্রুত বদলে ফেলতে হবে।

তবে কোনও অবস্থাতেই যোনিপথ সাবান জলেতে ধোয়া যাবে না, বাজারে অনেক ধরনের ইন্টিমেট ওয়াশ রয়েছে। চিকিৎসকরা সেগুলো ব্যবহার করতেও মানা করেছেন।

সেইসাথে যেসব টিস্যু বা স্যানিটারি প্যাড রঙিন বা সুগন্ধিযুক্ত, সেগুলো ব্যবহার করাও এড়িয়ে যেতে হবে।

অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে আরও দুটি সমস্যা হয় যা গুটিকয়েকের মধ্যে দেখা যায়।

আলোক সংবেদনশীলতা

অ্যান্টিবাযোটিক ত্বককে সাময়িক সময়ের জন্য সূর্যালোকের প্রতি সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। এই অবস্থাকে ফটোসেনসিটিভিটি বলে।

ফটোসেনসিটিভিটির ফলে ত্বক অল্প সময়েই রোদের সংস্পর্শে পুড়ে যায়, ত্বক বিবর্ণ হয়ে পড়ে, অনেক সময় ফোস্কা বা প্রদাহ দেখা দিতে পারে, অনেকের রোদে গেলে চুলকানি হয়।

এক্ষেত্রে উচিত হবে, যতোটা সম্ভব সরাসরি রোদ এড়িয়ে চলা, বিশেষ করে, সকাল ১০টা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত সময়ে। নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা।

সূর্যের সংস্পর্শ সীমিত করতে প্রতিরক্ষামূলক পোশাক যেমন ছড়ানো টুপি, লম্বা হাতা আর পুরো পা ঢাকা পোশাক ও জুতা পরা, রোদে গেলে সানগ্লাস পরা।

কিডনি রোগ

ন্যাশনাল কিডনি ফাউন্ডেশনের মতে, কিডনি শরীরে অ্যান্টিবাযোটিক ওষুধের অবশিষ্টাংশ ফিল্টার করে বের করে দেয়।

যখন কিডনি সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন এই ওষুধগুলি জমা হতে থাকে যা কিডনিকে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

তাই কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীদের অ্যান্টিবাযোটিক দেয়ার আগে চিকিৎসকরা তাদের কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে থাকেন।

এক্ষেত্রে রোগীদেরও উচিত হবে চিকিৎসককে নিজের কিডনি জটিলতার সম্পর্কে জানানো।

অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয় ভিন্ন ভিন্ন একাধিক ওষুধের মিশ্রণে। এতে দেখা যায় একেকটি উপাদান শরীরে একেক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে অনেকের গলা, গালে, মুখের তালুতে বা জিহ্বায় সাদা দাগ পড়তে পারে। খাওয়ার সময় বা গিলে ফেলার সময় ব্যথা হয় এবং দাঁত মাজার সঙ্গে রক্তপাত হয়।

এছাড়া শ্বাসকষ্ট, চুলকানি, ফুসকুড়ি, ঠোঁটমুখজিহ্বা ফুলে যাওয়ার মতো অ্যালার্জিজনিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা দেয়। তবে এ ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার আশঙ্কা খুবই কম। তারপরও যদি দেখা দেয় বিন্দুমাত্র দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সাধারণত অ্যান্টিবাযোটিক গ্রহণ বন্ধ করে দিলে অর্থাৎ এর কোর্স সম্পন্ন হলে এই সমস্যাগুলো ঠিক হতে শুরু করে।

যারা ইতোমধ্যে নানা ধরণের ওষুধ নিচ্ছেন যেমন, গর্ভনিরোধক ওষুধ খাচ্ছেন, তাদের অ্যাঃটিবায়োটিক খাওয়ার আগে বিষয়টি চিকিৎসককে জানানো দরকার।

কারণ অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিকের সাথে অন্য ওষুধের বিক্রিয়ায় নানা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অ্যান্টিবাযোটিক গ্রহণের সময় মদপান করলে ওষুধের কার্যকারিতা অনেক কমে যায় সেইসাথে জটিল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায়।

সাময়িকী

ইসরায়েল কেন যুক্তরাষ্ট্র হলো না

ফিলিস্তিনি শিশুসহ সব স্তরের মানুষের ওপর ইসরায়েলি নৃশংসতার দুটো দিক : একটি হলো ইসরায়েলের আগ্রাসন ও সুপরিকল্পিত গণহত্যার ধারাবাহিকতা এবং অন্যটি হলো এর অবসানে আন্তর্জাতিক সব আইন ও প্রতিষ্ঠানের অকার্যকারিতা। বহু বছর ধরে তো চলছেই, শুধু গত ৭ অক্টোবরের পর থেকেই ইসরায়েলি বাহিনী প্রায় ১৪ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে, এর মধ্যে প্রায় ৬ হাজার শিশু এবং ৪ হাজার নারী। জখম হয়েছেন ৩০ হাজারের বেশি মানুষ। নিখোঁজ প্রায় ৬ হাজার। এগুলো কি শুধুই সংখ্যা?

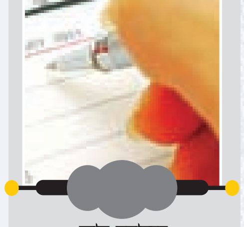

আনু মুহাম্মদ
প্রাবন্ধিক

একেকজনের সঙ্গে কত মানুষ, আর এই নৃশংসতা যে ক্ষোভ ও ঘৃণা তৈরি করে, তা কত দূর যাবে? জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতসহ বিশ্বের যাবতীয় প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হওয়ার কারণ বিশ্বের ক্ষমতাধর শক্তি যুক্তরাষ্ট্র দখলদার ইসরায়েল সরকারের পক্ষে, আর যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বড় রাষ্ট্রগুলো তার পেছনে। শুধু পক্ষে বললে ভুল হবে, এই গণহত্যা অব্যাহত রাখতে তারা জাতিসংঘসহ সব প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করে দিচ্ছে। তাহলে বিশ্ব কীভাবে চলে? আইন, প্রতিষ্ঠান এগুলো কই? যুক্তরাষ্ট্র বহুবারই দেখিয়েছে যে এই বিশ্ব চলে 'জোর যার মুল্লুক তার' পদ্ধতিতে। নিজেদের অপরাধের বৈধতা দিতে তারা কীভাবে গণমাধ্যম ব্যবহার করে, তার বহু প্রমাণ আছে। সম্পূর্ণ মিথ্যা একটি দাবির ওপর ইরাক দখল হলো, ১০ লক্ষাধিক মানুষ খুন করা হলো। এর জন্য যুদ্ধাপরাধী হিসেবে কয়েকজন মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হওয়ার কথা। হয়নি, আর যুক্তরাষ্ট্র এই আদালতের সদস্যপদই নেয়নি। গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে অতর্কিত হামলা চালানোর পর থেকে ইসরায়েলেরও সহস্রাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন। এর দায় কার? হামাস নামের একটি সংগঠনের, না ইসরায়েল রাষ্ট্রের, না ইসরায়েলকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া রাষ্ট্রগুলোর?

এর উত্তর পাওয়া যায় ইসরায়েলেরই একজন লেখক ও সাংবাদিক গিডিওন লেভির প্রতিক্রিয়ায়। তিনি এর দুই দিন পর সে দেশেরই পত্রিকা হারেৎজএ লিখেছেন এভাবে, 'এই সবকিছুর জন্য দায়ী ইসরায়েলি ঔদ্ধত্য এ রকম একটা ধারণা যে, আমরা যা খুশি তা করতে পারি, এ জন্য আমাদের কোনো মূল্য দিতে হবে না এবং কোনো শাস্তি পেতে হবে না।...আমরা ফিলিস্তিনিদের গ্রেপ্তার করব, হত্যা করব, হয়রানি করব, উচ্ছেদ করব আর তাদের ওপর গণহত্যা কার্যক্রম চালানো শেটেলার বা দখলদারদের রক্ষা করব। আমরা নিরপরাধ মানুষের ওপর গুলি চালাব, তাদের চোখ তুলে ফেলব, মুখ ভেঙে ফেলব, তাদের বহিষ্কার করব, তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করব, তাদের বিছানা থেকে তুলে নিয়ে আসব এবং অবশ্যই গাজা উপত্যকায় অবিশ্বাস্য অবরোধ চালিয়ে যাব আর ধরে নেব সবকিছু ঠিকমতো চলবে।'

ফিলিস্তিনি হত্যার রক্তের দাগ পশ্চিমাদের হাতেও সমানভাবে লেগে আছে

এটা মনে রাখতে হবে যে একটি সম্প্রদায় হিসেবে ইহুদি জনগোষ্ঠী হাজার বছর ধরে নির্যাতিত হয়েছে। এই নির্যাতনে প্রধান ভূমিকা ছিল ইউরোপের খ্রিষ্টান নেতাদের। ইউরোপে ইহুদিবিদ্বেষ ও ঘৃণা এত প্রবল ছিল যে সব অঘটন, রোগ, সংঘাত, মহামারির জন্য তাঁরা ইহুদিদের দায়ী করতেন। অসংখ্য নিরীহ ইহুদি এই বিদ্বেষ এবং তার থেকে ছড়িয়ে পড়া নৃশংসতার বলি হয়েছেন। নারীশিশুও বাদ যায়নি। হিটলারের শাসনামলে এই ধারা ভয়ংকর আকার নেয় এবং হলোকাস্টের নৃশংসতার সৃষ্টি হয়। হিটলারের কাছে শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান ছাড়া সবাই ছিলেন নিকৃষ্ট। নিপীড়িত ইহুদিদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জোরদার হয় উনিশ শতকে। কারণ, তখন ইউরোপে ইহুদিবিদ্বেষ বাড়ছিল। ১৮৯৬ সালে অস্ট্রিয়ানহাঙ্গেরিয়ান সাংবাদিক ও লেখক থিওডর হার্জ প্রথম বিষয়টি গুছিয়ে প্রকাশ করেন তাঁর দ্য জিউইশ স্টেট গ্রন্থে। এর পর থেকে নিয়মিত জিয়নবাদী সম্মেলন আয়োজিত হতে থাকে। তবে হার্জের কল্পিত রাষ্ট্র ধর্মভিত্তিক ছিল না, ছিল সেক্যুলারগণতান্ত্রিক। ১৯০৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯০৫ সালে সপ্তম জিয়নবাদী কংগ্রেসে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক স্থান প্রস্তাব করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আর্জেন্টিনা, উগান্ডা ও ফিলিস্তিন। অবশেষে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত হয়, এ রাষ্ট্রের নাম হবে ইসরায়েল। কিন্তু দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে ফিলিস্তিনকে কেন বাছাই করা হলো? ইসরায়েলি ইহুদি ইতিহাসবিদ ইয়ান প্যাপে তাঁর টেন মিথস অ্যাবাউট ইসরায়েল গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ফিলিস্তিনকে বাছাই করার যুক্তি হিসেবে বলা হয়, 'জনমানবহীন ভূমিতে ভূমিহীন মানুষ স্থানান্তর'। তিনি বলেন, 'এটি খুবই ভুল। কারণ, ফিলিস্তিনে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলমানরা বহু আগে থেকেই ছিলেন। তাঁদের সহাবস্থানে কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু যখন স্থানীয় লোকজনকে হটিয়ে অভিবাসী ইহুদিরা নিজেদের বাড়ি বানাতে শুরু করেন, অনেক জায়গায় ফিলিস্তিনিরা উদ্বাস্তু হতে শুরু করেন, তখনই সংঘাত শুরু হয়।' ফিলিস্তিনকে নির্বাচন করার আরেকটি প্রধান যুক্তি ঈশ্বরের নির্দেশ। এই বিশ্বাসই জায়নবাদ। 'তোরা'র আধুনিক ইংরেজি অনুবাদে বলা হয়েছে, 'ঈশ্বর আব্রাহামকে নির্দেশ দেন, তুমি সত্বর তোমার দেশ, তোমার মানুষ ও পিতৃভূমির নিবাস ত্যাগ করো এবং যে ভূমির দিকে আমি নির্দেশ করি, সেখানে যাও।' এ বাণীই ইহুদিদের নতুন রাষ্ট্র নির্বাচনের প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে।

জানা অজানা

ইহুদি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লন্ডনে ব্যাপক বিক্ষোভ, গাজায় স্থায়ী যুদ্ধ বিরতির দাবিতে ইউরোপে হাজার হাজার মানুষের পদযাত্রা

রবিবার লন্ডনে হাজার হাজার মানুষ ইহুদি বিদ্বেষের বিরুদ্ধে এক পদযাত্রায় অংশ নেন। গত মাস থেকে ইসরাইল হামাস যুদ্ধ শুরু হবার পর ইহুদি বিদ্বেষমূলক অপরাধ বৃদ্ধির নিন্দা জানান তারা। ঐ পদযাত্রার আয়োজকদের হিসাব অনুযায়ী ৬০ হাজার মানুষ এতে অংশ নেয়। এর মধ্যে ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, সে দেশের প্রধান র‍্যাবাই ইফ্রাহিম মার্ভিস এবং কয়েকজন সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা যোগ দেন। এর আগে শনিবার সেন্ট্রাল লন্ডনের রাস্তাগুলোতে হাজার হাজার মানুষ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে এক পদযাত্রায় অংশ নেন এবং গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান। পুলিশ বলছে, জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানোর সন্দেহে অন্তত পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত মাসে ইসরাইলহামাস যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে দ্য ন্যাশনাল মার্চ ফর প্যালেস্টাইনএর অংশ হিসেবে লন্ডন এবং ইউরোপের অনেক শহরে প্রতি সপ্তাহান্তে বড় মাপের বিক্ষোভ হচ্ছে। শনিবারের বিক্ষোভ এমন সময়ে হলো যখন গাজায় চারদিনের যুদ্ধবিরতি চলছে, যার ফলে সেখানে মানবিক ত্রাণ যাবার সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং গাজার সাধারণ মানুষ গত সাত সপ্তাহের যুদ্ধের পর একটু বিরতি পেয়েছেন। লন্ডনের পুলিশ বিক্ষোভে ইহুদি বিদ্বেষের কথিত প্রকাশ শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে সরকারের সিনিয়র কর্মকর্তাদের কাছ থেকে চাপের সম্মুখীন হবার পর বিক্ষোভে লিফলেট বিতরণ করে এই ধরণের কাজে সবাইকে সতর্ক করে দেয়। পুলিশ বলছে, ঐ পদযাত্রার সময় সেখানে ১,৫০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্যারিসে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে এক পদযাত্রায় ফিলিস্তিনি এবং ইসরাইলপন্থীরাও তাতে যোগ দেয়। কিছু বিক্ষোভকারি ফিলিস্তিনি পতাকা এবং 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' লেখা পোস্টার বহন করেন। তারা গাজায় নিহত ফিলিস্তিনি নারীদের কথা তুলে ধরেন। ইহুদি নারীরাও পদযাত্রায় অংশ নেন এবং হামাসের দ্বারা সংঘটিত ধর্ষণ এবং খুনের নিন্দা জানান। তারা ধ্বনি দেন, আমরা নারী, আমরা গর্বিত, আমরা ইহুদি এবং আমরা ক্ষুব্ধ। ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গ, লিয়ঁ, মার্সেই সহ বড় বড় শহরে ফিলিস্তিনি পন্থী বিক্ষোভ হয়েছে। এছাড়াও অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় এই শীতের প্রথম তুষারপাতের মধ্যে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সমাবেশ হয়েছে।

মিয়ানমারের সশস্ত্র দল চীন মিয়ানমার সীমান্তে একটি ক্রসিং দখল করেছে

মিয়ানমারের একটি জাতিগত সংখ্যালঘু সশস্ত্র গোষ্ঠী চীন মিয়ানমার সীমান্ত ক্রসিং দখলে নিয়েছে বলে রবিবার স্থানীয় গণমাধ্যম ও একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে। দেশটির ক্ষমতাসীন জান্তার কাছ থেকে তারা এই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। গত অক্টোবরে তিনটি জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সশস্ত্র জোট সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। এরপর থেকেই চীন সীমান্ত নিকটবর্তী মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় শান রাজ্য জুড়ে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সশস্ত্র দলগুলো কয়েক ডজন সামরিক অবস্থান দখলে নিয়েছে। একই সাথে তারা চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি শহরও দখল করে নেয়। ফলে অর্থসংকটে থাকা জান্তা সরকারের বাণিজ্য পথও বন্ধ হয়ে যায়। মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি নামের তিনটি মিত্র গোষ্ঠীর একটি, কিয়েন সান কিয়াওত সীমান্ত গেট দখল করে নেয়। এমএনডিএএর বরাত দিয়ে কোকাং নিউজের খবরে বলা হয়, আজ সকালে মুসে জেলার মংকো এলাকায় কিয়েন সান কিয়াওত নামে আরও একটি সীমান্ত বাণিজ্য গেটও তারা জব্দ করেছে।

খবরে আরও বলা হয়, আরাকান আর্মি (এএ) এবং তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) সম্মিলিত দলটি শুক্রবার আক্রমণ শুরু হওয়ার পর সীমান্ত বাণিজ্য অঞ্চল জুড়ে অবস্থান নিয়েছে।

একটি নিরাপত্তা সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, কিয়েন সান কিয়াওতের সীমান্ত বাণিজ্য অঞ্চলে এমএনডিএএ তাদের পতাকা উত্তোলন করেছে।

এটি মিয়ানমারচীন সীমান্তের একটি প্রধান বাণিজ্য পয়েন্ট বলে পরিচিত। কোভিড মহামারীর পরে ২০২২ সালে এটি পুনরায় চালু করা হয়েছিল। চলতি সপ্তাহের শুরুতে জান্তার মুখপাত্র জ মিন তুন রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে দোষারোপ করেন। সীমান্তের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় ১২০টি ট্রাক আগুনে পুড়ে যাবার জন্য তাদের দায়ী করেন তিনি।

পাঠকের চিঠি

ভারতবর্ষ গৈরিক পতাকার দেশ

ভারত বর্ষ গৈরিক পতাকার দেশ অর্থাৎ ত্যাগের দেশ।অনন্তকাল ধরে উড়ে আসছে এ দেশে গৈরিক পতাকা।গৈরিক হলো ত্যাগের প্রতীক।ত্যাগ ও সেবাই হলো এদেশের পথ।নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণই হলো এ দেশের আদর্শ।বসুধইব কুটুম্বকম হলো এ দেশের মূল মন্ত্র।সর্বে ভবন্তু সুখীন ,সর্বে সন্তু নিরাময়া,, হল এ দেশের প্রার্থনা। তাই লাল কালো পতাকা এ দেশের কোনোদিন আদর্শ হবে না।এ দেশ রাম,কৃষ্ণ, চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ আদি অবতারদের দেশ।এ দেশ বুদ্ধ ,মহাবীর, নানক, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজের দেশ।এ দেশ বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ, প্রণবানন্দ, নিগবানন্দ, লোকনাথ,প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের দেশ।এ দেশ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত,বামাখেপা,তৈলঙ্গ স্বামী,পাওয়ারী বাবা প্রভৃতি মহা সাধকদের দেশ।এ দেশে তাই ভোগবাদ ও নাস্তিক বাদ চলবে না।এদেশে চিরদিন ভক্তিবাদ ও অধ্যাত্মবাদ থাকবে।যারা এর উপর আঘাত হানার চেষ্টা করবে তাদের পতন অবধারিত।তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, ,,,,এ দেশে শিব ঠাকুর ষাঁড়ে চড়ে ঘুরে বেড়াবেন,মা কালি পাঁঠা খাবেন ও কৃষ্ণ ঠাকুর বাঁশি বাজাবেন চিরকাল। এ দেশ,সনাতন ধর্মের দেশ,পড়ে গেছে বটে কিন্তু আবার জাগবে, তবে জড়ের শক্তি তে নয় চৈতন্য এর শক্তি তে।ত্যাগের গৈরিক পতাকা নিয়ে।ভারত বর্ষ চিরদিন বিশ্ব গুরু ছিল আবার ভবিষ্যতেও থাকবে।জয়তু বিবেকানন্দ।ভারত মাতা কি জয়। **সুনীল কুমার দে, পোটকা**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এআই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সমঝোতা

কলকাতা ঃ রোববার ১৮টি দেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে কোম্পানিগুলির জন্য কিছু বিষয়ে সুপারিশ করেছে। বাধ্যতামূলক না হলেও এর ফলে ঝুঁকি কমানো সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির প্রয়োগ যেভাবে বেড়ে চলেছে, মানবজাতির ভবিষ্যতের উপর তার গভীর প্রভাব নিয়ে তেমন কোনো সংশয় নেই। কিছু বিশেষজ্ঞ এই প্রযুক্তিকে মানুষের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হিসেবেও সতর্ক করে দিচ্ছেন। নতুন এই প্রবণতা চিকিৎসা থেকে শুরু করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে। বিভিন্ন দেশ এআই প্রযুক্তির উন্নতির উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাইছে। একইসঙ্গে এমন বিধিনিয়ম ও আইনকানুনের সন্ধান চলছে, যা উন্নতির পথে অন্তরায় না হয়েও বিপদের আশঙ্কা দূর করতে পারে।

বিশ্বায়নের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত বিধিনিয়ম যে শুধু জাতীয় স্তরে আবদ্ধ রাখার তেমন কোনো অর্থ নেই, সে বিষয়ে সংশয় নেই। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে ঐকমত্য অর্জনের চেষ্টা চলছে। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে রোববার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রিটেনসহ মোট ১৮টি দেশ এক আন্তর্জাতিক সমঝোতা চূড়ান্ত করেছে। এর আওতায় কোম্পানিগুলিকে এআই প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে শুরু থেকেই 'সিকিউর বাই ডিজাইন' বা সৃষ্টির স্তরেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বলা হচ্ছে।

২০ পাতার এই সমঝোতা অবশ্য বাধ্যতামূলক নয়। তাতে বেশ কিছু সাধারণ সুপারিশ করা হয়েছে। এআই প্রণালীর অপব্যবহার রুখতে নজরজারি, তথ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সুরক্ষা, সফ্টওয়্যার সরবরাহকারীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার মতো পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই সমঝোতা বাধ্যতামূলক না হলেও এত দেশ মিলে যে তাতে সম্মতি দিয়েছে, সেই বার্তা প্রযুক্তি কোম্পানিগুলির জন্য বাড়তি গুরুত্ব পাবে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন সাইবার নিরাপত্তা ও অবকাঠামো নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের প্রধান জেন ইস্টারলি সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, এই প্রথম এত বড় আকারে ঐকমত্য সম্ভব হয়েছে। ফলে এআই প্রযুক্তিতে শুধু নতুন গুণাগুণ যোগ করা এবং যত দ্রুত সম্ভব সে সব সস্তায় বাজারে এনে প্রতিযোগিতায় টেক্কা দেওয়া ছাড়াও এই নির্দেশিকায় নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে তবেই এমন প্রযুক্তি বাজারে আনার সুপারিশ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা এআই প্রযুক্তির নানা রকম অপব্যবহারের আশঙ্কা তুলে ধরছেন। তাঁদের মতে, হ্যাকারদের হাতে এমন প্রযুক্তি ব্যাপক গোলোযোগ সৃষ্টি করতে পারে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ও গুরুতর বিঘ্ন ঘটানো সম্ভব। প্রতারণা, নাটকীয় মাত্রায় কর্মী ছাঁটাই ইত্যাদি অন্যান্য ঝুঁকিও রয়েছে।

এআই প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইউরোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসে রাজনৈতিক বিবাদের কারণে অগ্রগতি হচ্ছে না। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আইনের খসড়া প্রস্তুত করছে। সম্প্রতি জার্মানি, ফ্রান্স ও ইটালি এ সংক্রান্ত এক সমঝোতায় পৌঁছেছে। তবে এই তিন দেশও বাধ্যতামূলক আইনের বদলে আপাতত কোম্পানিগুলির উদ্দেশ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়েছে।

গুজরাটে বাজ পড়ে ২০ জনের মৃত্যু

গুজরাট ঃ গুজরাটের বিভিন্ন জায়গায় বাজ পড়ে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। অসময়ের প্রবল বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

রাজ্যের জরুরি পরিষেবা বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, রোববার রাজ্যজুড়ে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। আর তখন সমানে বাজ পড়েছে। আর সেই বাজের বলি হয়েছেন ২০ জন। বাজ পড়ে দাহোদে চাকজনের, ভারুচে তিনজনের তাপিতে দুইজনের এবং আহমেদাবাদ, আমরেলি, বনাসকান্থা, বাতোদ, খেড়া, মেহসানা, পাঁচমহল, সবরকান্থা, সুরাত, সুরেন্দ্রনগর ও দেবভূমি দ্বারকায় একজন করে মারা গেছেন। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, গুজরাটের সুরাত, সুরেন্দ্রনগর, খেড়া, তাপি, ভারুচ ও আমরেলিতে ১৬ ঘণ্টায় ৫০ থেকে ১১৭ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে বলে জানানো হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন জায়গায় বাজ পড়ে অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্সে লিখেছেন, ''গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় বাজ পড়ে

এতজনের মৃত্যু হওয়ায় আমি শোকার্ত। আমি মৃতের পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। স্থানীয় প্রশাসন ত্রাণের কাজ করছে।''

পরিবেশের উপকার করছে কাগজের কলম

আইয়ামপালায়াম ঃ বেড়ে চলা প্লাস্টিকের ব্যবহার যে পৃথিবীর সর্বনাশ ডেকে আনছে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। ভারতে এক ব্যক্তি এক পণ্যের মাধ্যমে সামান্য হলেও পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা করছেন। সবার জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছেন তিনি।

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের আইয়ামপালায়াম গ্রামের শিব বালনের মাথায় পরিবেশবান্ধব 'সবুজ কলম'-এর আইডিয়া এসেছিল। মনে হয়েছিল, পরিবর্তনের বীজ এভাবেও বপন করা যেতে পারে। শিব বলেন, ''আমি স্বীকৃত মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার। আমি এক প্রত্যন্ত গ্রামে, প্রকৃতির খুব কাছে বড় হয়েছি। শহরগুলিতে বন নিধন ও প্লাস্টিক ব্যবহারের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। ছোট আকারে হলেও আমি একটা সমাধানসূত্রের খোঁজ করছিলাম। তখন আমি 'পেপার পেন' ডিজাইন করলাম।''

রিসাইকেল করা বাযোডিগ্রেডেবল কাগজ দিয়ে তৈরি এই কলমের মধ্যে বীজভরা ক্যাপসুল রয়েছে। সেই বীজ স্থানীয় মাটিতে বপন করলে চারাগাছের তেমন যত্নও নিতে হয় না। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শিব বালন বলেন, ''এই পেন থেকে সত্যি গাছ গজিয়ে উঠবে, সে বিষয়ে লোকের মনে সংশয় ছিল। তাই আমি আমার দফতরের বাইরের জমিতে কয়েকটি ব্যবহৃত পেন ফেলে দিয়েছিলাম। স্থানীয় স্কুলের পড়ুয়ারাও সেটাই করেছিল। সেগুলি থেকে সত্যি গাছ গজিয়েছে। অনেকে বলেছেন, তাঁরা এই গাছ বেড়ে উঠতে দেখে খুব খুশি।''

কাগজের কলম প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতেও সাহায্য করছে। ভারতে বছরে ২৪০ কোটি পর্যন্ত প্লাস্টিক পেন বিক্রি হয়। জাতীয় সবুজ ট্রাইবুনালের সূত্র অনুযায়ী, তার নব্বই শতাংশেরও বেশি রিসাইকেল করা হয় না। তরুণ এই উদ্যোগপতি নিজের কলমের মাধ্যমে সমাজেও পরিবর্তন আনতে চান। তিনি বলেন, ''এক ব্যক্তির পক্ষে যে উৎপাদন সম্ভব নয়, সেটা আমি জানতাম। তাই আমি নিজের গ্রামের বেকার কিছু নারীদের প্রশিক্ষণ দিলাম। দৈনিক আয়ের মুখ দেখে তাঁদের উপকার হয়েছে। আমরা কাছের গ্রামগুলিতেও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালাচ্ছি।''

এই উদ্যোগে যোগ দেওয়া কর্মী হিসেবে সুগন্থি মনে করেন, ''পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি আমরা কিছু উপার্জন করতে পারি। সাধারণ চাকুরির তুলনায় সেটা অনেক বেশি সুবাধিজনক। আমরা পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সেই কাজের সমন্বয় ঘটাতে পারি।''

শিব বালন ও তাঁর টিম চাহিদা অনুযায়ী দিনে ৮০০ থেকে এক হাজার কলম তৈরি করেন। স্কুল কলেজই তাদের প্রধান গ্রাহক। কলমের দাম পাঁচ ভারতীয় টাকা। উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করে সুগন্থি বলেন, ''আমরা কাগজ নিয়ে মাঝের অংশে আঠার রেখা লাগিয়ে কালির রিফিল বসাই। তারপর সেটা ভাঁজ করে পেপার রোলিং মেশিনে ঢুকিয়ে দেই। কলম শুকিয়ে গেলে পেছনে বীজভরা ক্যাপসুল লাগিয়ে দেই। তারপর আবার আঠা লাগিয়ে ঢাকনা ও মোড়ক যোগ করি।''

আতস বাজি তৈরির এক যন্ত্র দিয়ে কলমগুলি প্রস্তুত করা হয়। শিব বালন সেই মডেলটির রূপান্তরের এক পথ খুঁজে পেয়েছেন। এখন তিনি সেটির একটি ছোট সংস্করণ বিক্রির পরিকল্পনা করছেন। তিনি নিজের কলমগুলিকেও আরো পরিবেশবান্ধব করে তুলতে চান। রিফিলও অরগ্যানিক উপাদান দিতে তৈরি করা তাঁর লক্ষ্য। শিব বলেন, ''পণ্যটিকে একশো শতাংশ অরগ্যানিক করে তোলাই আমার চ্যালেঞ্জ। এখনো আমরা সেটা করতে পারি নি। শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। গবেষণার মাধ্যমে আমরা উন্নতির চেষ্টা করছি। ময়ুরের পালকের মতো উপাদান নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছি। প্রাচীনকালে সেটি দিয়ে লেখা হতো। ব্যক্তি হিসেবে শুধু আমার পেপার পেন দিয়ে পরিবর্তন আনতে পারবো না। সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে। এমন পণ্য ব্যবহার করে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে। ছোট পরিবর্তনগুলির সমষ্টিতে কাজ হয়।''

টুকরো খবর

জার্মান অর্থনীতি নিয়ে সরগরম গ্রিন পার্টির কনভেনশন

বার্লিন ঃ বাজেট, পরিবেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংকট নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে জার্মানির গ্রিন পার্টির কনভেনশনে। কনভেনশন চলবে চার দিন। সাধারণত গ্রিন পার্টির কনভেনশনে এত ভিড় দেখা যায় না। সাংবাদিক নিয়ে এবারের কনভেনশনে যোগ দিয়েছেন প্রায় চার হাজার মানুষ। কিন্তু অন্যবারের চেয়ে এবারে বিতর্কের পরিসর কম। মূল আলোচনা ঘুরপাক খাচ্ছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ এবং ইসরায়েল হামাস সংঘর্ষ নিয়ে। জার্মানিসহ পশ্চিমা দেশগুলি সরাসরি এই লড়াইয়ে অংশ না নিলেও বিপুল পরিমাণ সাহায্য করতে হচ্ছে তাদের। আর তার ফলেই মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি শুরু হয়েছে। জার্মান অর্থনীতির উপর এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। গ্রিন পার্টির কনভেনশনে এই বিষয়টি বার বার উঠে আসছে। সম্প্রতি জার্মান সরকার এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন শরণার্থী গ্রহণের বিষয়ে বেশ কিছু নীতি স্থির করেছে। কতজন শরণার্থীকে জায়গা দেওয়া হবে, তা নিয়েও নির্দিষ্ট নীতি স্থির করা হয়েছে। গ্রিন পার্টির কনভেনশনে এই বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হয়েছে। নীতিগতভাবে শরণার্থীদের পাশে থাকে গ্রিন পার্টি। দলের ছাত্রশাখা বা গ্রিন ইউথরা প্রশ্ন তুলেছে, সরকারে থেকে গ্রিন পার্টি কীভাবে শরণার্থী বিরোধী নীতি সমর্থন করছে। বিরোধী আসনে বসলে বর্তমান নীতি তারা কোনোভাবেই সমর্থন করতো না। শরণার্থী বিষয়ে দ্রুত গ্রিন পার্টির স্পষ্ট অবস্থান

নেওয়া উচিত বলে তারা কনভেশনের নেতাদের জানিয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তন এবং আগামী দিনের প্রস্তুতির কথা ভেবে কোভিড ফান্ড থেকে ৬০ বিলিয়ন ইউরো নেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল গ্রিন পার্টি। কিন্তু সিডিইউ-র মতো রক্ষণশীল দল এ নিয়ে আদালতে গেছে। গ্রিন পার্টির কনভেশনে এ বিষয়েও আলোচনা হচ্ছে। বলা হয়েছে, অ্যামেরিকা ইতিমধ্যেই ৪০০ বিলিয়ন ডলার এই খাতে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেখানে জার্মানি রক্ষণশীল অবস্থান নিচ্ছে। জার্মান সংস্থাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ না দিলে জার্মানি বিশ্বের প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়বে বলে তারা মনে করেন। জার্মান অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত সংস্কার হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে গ্রিন পার্টির নেতৃত্ব।

জার্মানি কি মধ্যপ্রাচ্যের কূটনীতিতে মধ্যস্থতায় সৎ?

বার্লিন ঃ ইসরায়েলের সঙ্গে জার্মানির স্বঘোষিত বিশেষ সম্পর্ক ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যকার সংঘাত নিয়ে ইউরোপের দেশটির অবস্থানের উপর প্রভাব ফেলছে। তা সত্ত্বেও জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট প্রায় সবপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে চান। ইসরায়েলের সঙ্গে জার্মানির স্বঘোষিত বিশেষ সম্পর্ক ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যকার সংঘাত নিয়ে ইউরোপের দেশটির অবস্থানের উপর প্রভাব ফেলছে। তা সত্ত্বেও জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট প্রায় সবপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। হামাস সন্ত্রাসীরা ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের উপর হামলা চালানোর পর এখন অবধি তিনবার মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক। সেই হামলায় বারোশর মতো মানুষ, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক নাগরিক, নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েল। সেই হামলায় প্ররোচিত হয়ে ইসরায়েল গাজায় গত কয়েকদশকের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র বোমাবর্ষণ করেছে। সর্বশেষ সফরে বেয়ারবক ইসরায়েল, ফিলিস্তিনি পশ্চিম তীর, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব সফর করেছেন। তার প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে গাজায় বেসামরিক মানুষদের ভোগান্তি লাঘব করা এবং ইসরায়েলে হামলার সময় হামাস যাদের জিম্মি করেছে তাদের মুক্ত করতে কাজ করা। একইসঙ্গে বেয়ারবক এটা নিশ্চিত করতে চান যে এই সংঘাত যেন আর না ছড়ায় এবং ভবিষ্যতে একটি শান্ত পরিস্থিতি তৈরিতেও কাজ করতে চান তিনি। তবে, এই ইস্যুতে জার্মান কূটনীতি সামঞ্জস্য রক্ষা করতে গিয়ে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে। ''কাউন্টার এক্সট্রিমিজম প্রজেক্টের'' রাজনৈতিক বিশ্লেষক হান্স ইয়াকব শিন্ডলার এই বিষয়ে বলেন, ''এটির (জার্মানির) সবপক্ষের উপর প্রভাব খাটিয়ে এমনভাবে সংকটের দ্রুত অবসান ঘটানো উচিত যাতে ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।'' বেয়ারবক হামাসের হামলার নিন্দা জানিয়েছেন বলে লিখেছে সংবাদমাধ্যম। পাশাপাশি তিনি পশ্চিম তীরে চরমপন্থি ইহুদি ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের বেড়ে চলা সহিংসতা নিয়েও কথা বলেছেন। তার বক্তব্য হচ্ছে, ''গাজা থেকে বিতাড়ন বা গাজা দখল বা সেটির আকার হ্রাস করা উচিত হবে না।'' এই বক্তব্য এমন এক সময়ে তিনি দিয়েছেন যখন ফিলিস্তিনি অঞ্চলের জন্য চলতি বছর মানবিক সহায়তার পরিমান বাড়িয়ে ১৬০ মিলিয়ন ইউরো করেছে জার্মানি। অবশ্য তাতে সবাই সন্তুষ্ট নন। বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। ''যুদ্ধের সমাপ্তি আহ্বান না করা, ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করা, গাজায় আমাদের মানুষের বিরুদ্ধে এটির আগ্রাসনকে উৎসাহিত করা'' বলে বেয়ারবকের পশ্চিম তীর সফরের পর এক বিবৃতিতে মন্তব্য করেন ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শতায়েহ। চলতি বছরের শুরুতে ইসরায়েলকে তিনটি জার্মান সাবমেরিন দিতে সম্মত হয় জার্মানি। ''গাজা উপত্যকায় মানবিক যুদ্ধবিরতি জার্মান কূটনীতির বিবেচনায় এক স্পর্শকাতর ব্যাপার। জার্মানি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো থেকে বিরত থেকেছে কেননা তা শুধুমাত্র হামাস সন্ত্রাসীদের শক্তিশালী করবে,'' বলেন জার্মানির বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ার মিশায়েল রোথ। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস তারচেয়ে ''মানবিক বিরতির'' পক্ষে মত দিয়ে ''হামাসকে পরাস্ত করতে ইসরায়েলের সক্ষম হওয়ার'' দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অভিযান শেষ হওয়ার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য গাজা উপত্যকার নিরাপত্তার পুরো দায়িত্ব তার দেশে নেবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু। সেটা কেমন হবে তা অবশ্য পরিস্কার হয়নি। বেয়ারবক এখনও দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের পক্ষেই প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ৩০ বছর আগে অসলো অ্যাকর্ড এই স্বপ্নই দেখিয়েছিল। তেল আবিবে বক্তব্য দেয়ার সময় বেয়ারবক এই সমাধানকে ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং নিরাপত্তার একমাত্র টেকসই মডেল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ১১২ বছরের পুরোনো স্কোরবোর্ডে 'ব্যাটসম্যান' থেকে 'ব্যাটিং'

ওভাল ঃ অ্যাডিলেড ওভাল এমনিতেই ক্রিকেটের সবচেয়ে সুন্দর মাঠগুলোর একটি। অনেকে বলেন ছবির মতো সুন্দর। বাগান ও গাছপালার মাঝে এর অবস্থান, পেছনে সেন্ট পিটার ক্যাথেড্রালের চূড়া সৌন্দর্যে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। আছে ঐতিহ্যের ছোঁয়াও। বিখ্যাত 'গ্রাস হিল'-এর ওপর ১৯১১ সালে বসানো স্কোরবোর্ডে এখনো সচল। সিটি অব অ্যাডিলেড হেরিটেজ রেজিস্ট্রারের অন্তর্ভুক্ত ১১২ বছরের পুরোনো এই স্কোরবোর্ডে সম্প্রতি একটি শব্দ পাল্টানো হয়েছে। শুক্রবার মেয়েদের বিগ ব্যাশে অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স ও পার্থ স্কর্চার্সের মধ্যে ম্যাচের আগে এই পরিবর্তন করা হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ (সাবেক টুইটার) অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের করা পোস্টে জানানো হয়, 'অ্যাডিলেড ওভালের স্কোরবোর্ডে ব্যাটসম্যান এর বদলে ব্যাটিং লিখে প্রথম ম্যাচ খেলা হলো।' অর্থাৎ অ্যাডিলেড ওভালের আইকনিক স্কোরবোর্ডে এত দিন 'ব্যাটসম্যান' লেখা ছিল। লিঙ্গসমতাকে আরও এগিয়ে নিতে পরিবর্তনটি করা হয়েছে। আর এটি করা হয়েছে আইসিসির একটি নিয়মের সঙ্গে সংগতি রেখেই। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে আইন করে 'ব্যাটসম্যান'-এর বদলে 'ব্যাটার' শব্দ ব্যবহার প্রচলন করে ক্রিকেটের আইনপ্রণেতা সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)। নারী ও পুরুষ দুই ক্রিকেটেই এটি লিঙ্গনিরপেক্ষ শব্দ। ঠিক যে কথা ভেবে ২০০০ সালে 'ফিল্ডসম্যান' শব্দ পাল্টে 'ফিল্ডার' ব্যবহারের নিয়ম করেছিল এমসিসি। অ্যাডিলেড ওভালের স্কোরবোর্ডে 'ব্যাটসম্যান' শব্দটি এ ভাবনা থেকেই 'ব্যাটিং' করা হয়েছে। অস্ট্রেলেশিয়া (অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু দ্বীপ) অঞ্চলে শুধু অ্যাডিলেড ওভালেই এখনো হাতে চালানো স্কোরবোর্ড ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এটি সংস্কার করা হলেও ঐতিহ্য ধরে রাখতে স্কোরবোর্ডে হাত দেওয়া হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়াত কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন ক্রিকেটে লিঙ্গসমতামুখী শব্দের ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন, 'আমি এটার পক্ষে। আমার মনে হয় এটা ভালোই হয়। (ক্রিকেট) খেলাটা জনপ্রিয় তাই সময়ের সঙ্গে তাল মেলানো গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয় ব্যাটসম্যান থেকে ব্যাটার ন্যায্য পরিবর্তনই হবে।' স্কোরবোর্ডে এই শব্দের পরিবর্তন অনেকে ইতিবাচক চোখেই দেখছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, এত দেরি হলো কেন? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক ক্রিকেটপ্রেমীর মন্তব্য, 'ন্যায্য কাজ। কিন্তু এত দেরি হওয়ায় বিস্মিত হয়েছি।'

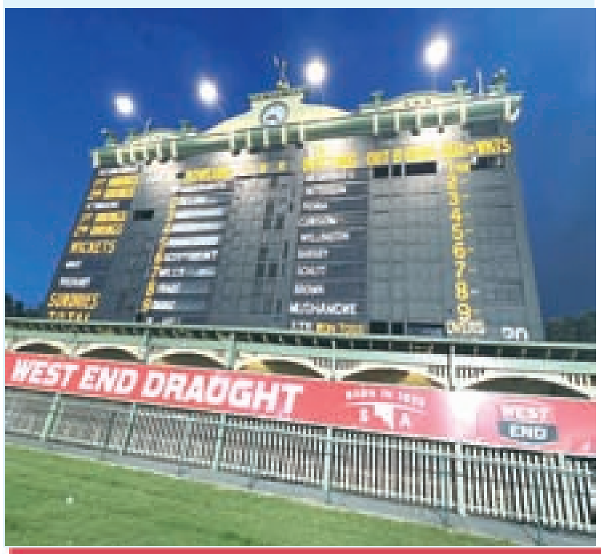

একই ম্যাচে অর্ধশতক ও হ্যাটট্রিক, সিকান্দার রাজার দুর্লভ কীর্তি

জিম্বাবুয়েঃ গতকাল উগান্ডার কাছে হেরে বড় একটা হোঁচট খেয়েছিল জিম্বাবুয়ে। তবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকা অঞ্চলের চূড়ান্ত বাছাইপর্বে আজ রুয়ান্ডাকে উড়িয়ে দিয়েছে সিকান্দার রাজার দল। ১৪৪ রানের রেকর্ড জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন অধিনায়ক রাজা। ইনিংসে উদ্বোধনে এসে অর্ধশতক করেছেন, পরে করেছেন হ্যাটট্রিক। রুয়ান্ডার শেষ ৩ উইকেট টানা ৩ বলে নেন রাজা, জিম্বাবুয়ের দেওয়া ২১৬ রানের লক্ষ্যে ১৮.৩ ওভারে ৭১ রানে অলআউট রুয়ান্ডা।

আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টিতে একই ম্যাচে অর্ধশতক ও হ্যাটট্রিক করা মাত্র দ্বিতীয় পুরুষ খেলোয়াড় রাজা। এর আগে এই কীর্তি ছিল নামিবিয়ার জেজে স্মিটের। ২০২২ সালে উগান্ডার বিপক্ষে স্মিট দেখিয়েছিলেন অন্যতম সেরা অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ৩৫ বলে ৭১ রানের সঙ্গে ১০ রানে ৬ উইকেট নেওয়ার পথে হ্যাটট্রিক করেছিলেন তিনি, নিয়েছিলেন ২টি ক্যাচও। আজ রাজা হ্যাটট্রিক করেন রুয়ান্ডার শেষ তিন ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ নাদির, জাপ্পি বিমেনইয়েমানা ও এমিল রুকিরিজাকে আউট করে। রাজার এমন স্মরণীয় দিনে নিজেদের রেকর্ড নতুন করে গড়েছে জিম্বাবুয়েও, রানের হিসাবে এটিই এখন সবচেয়ে বড় জয় তাদের।

এ জয়ে পয়েন্ট তালিকার তিনে উঠে এসেছে জিম্বাবুয়ে। দিনের অন্য ম্যাচে কেনিয়াকে ৬ উইকেটে হারানো নামিবিয়া ৪ ম্যাচ শেষে এখনো অপরাজিত, পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে তারা। দুইয়ে থাকা কেনিয়ার ৪ ম্যাচ শেষে এখন ৬ পয়েন্ট, ৪ ম্যাচে সমান ৪ পয়েন্ট জিম্বাবুয়ের। ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেলেও নেট রান রেটে জিম্বাবুয়ের (২.২৭৬) চেয়ে বেশি পিছিয়ে উগান্ডা (০.৩৯৩)। সাত দলের এ বাছাইপর্ব শেষে দুটি দল আগামী বছরের জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে

টসে জিতে আজ জিম্বাবুয়েকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় রুয়ান্ডা। তাদিওয়ানাশে মারুমানিকে নিয়ে আজ ইনিংস উদ্বোধনে এসেছিলেন জিম্বাবুয়ে অধিনায়ক রাজা। উদ্বোধনী জুটিতেই দুজন তোলেন ৯৯ রান, দুজনই করেন অর্ধশতক। ১১তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ৬ চার ও ৪ ছক্কায় ৩৬ বলে ৫৮ রানের ইনিংস খেলেন রাজা, পরের ওভারে আউট হওয়া মারুমানির ৩১ বলে ৫০ রানের ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ৩টি ছক্কা।

১৯তম ওভারের প্রথম বলে শন উইলিয়ামসন যখন ১৪ বলে ২২ রান করে আউট হন, তখনো জিম্বাবুয়ের স্কোর ছিল ১৭৬ রান। এরপরই বড় একটা লাফ দেয় তারা রায়ান বার্লের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে। ৫ চার ও ৩ ছক্কায় ২১ বলে ৪৪ রানে অপরাজিত থাকেন বার্ল, শেষ ১১ বলে জিম্বাবুয়ে তোলে ৩৯ রান।

রান তাড়ায় রিচার্ড এনগারাভা, ব্লেসিং মুজারাবানির তোপে ১৫ রান তুলতেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে রুয়ান্ডা। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এর আগে কোনো দল এত কম রানে ৫ উইকেট হারায়নি। অবশ্য ষষ্ঠ উইকেটে দিদিয়ের এনদিকুবউইমানা ও মার্টিন আকায়েজু যোগ করেন ৪৮ রান। তবে ৮ রান তুলতেই শেষ ৬ উইকেট হারিয়ে ৭১ রানেই অলআউট রুয়ান্ডা, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে কোনো দলের এটিই এখন সর্বনিম্ন স্কোর।

বিশ্বকাপে যে কৌশলে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আর্জেন্টিনা

মেক্সিকো ঃ গত বছরের এই সময়ে কাতার বিশ্বকাপে নকআউট দোলাচলে ছিল আর্জেন্টিনা। প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে ২-১ গোলে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ার শঙ্কায় ছিলেন লিওনেল মেসিরা। তবে পরের দুই ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়ে মেক্সিকো ও পোল্যান্ডকে হারিয়ে নকআউটে উঠে যায় আর্জেন্টিনা। শেষ ষোলো থেকে ফাইনাল একের পর এক নকআউট উতরানোর পথচলাটা ছিল রোমাঞ্চকর, যা আরও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে ১৮ ডিসেম্বর ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি জেতার মাধ্যমে। আর্জেন্টিনার তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের পথে অনেকের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য আর নানা কৌশলের ব্যবহার ছিল। বিশ্বকাপের এক বছর পর ফিফা ট্রেনিং সেন্টার বিশ্লেষণ করে বের করেছে, ঠিক কোন কৌশল কাজে লাগিয়ে বিশ্বকাপে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল আর্জেন্টিনা। এ ক্ষেত্রে কার্যকর কৌশল হিসেবে উঠে এসেছে সেট পিসের সফল প্রয়োগ।

দেখা গেছে, আর্জেন্টিনা বেশির ভাগ সময়ই বক্সের ভেতরে পেনাল্টি এলাকায় বল ফেলেনি। এর বদলে তারা ছোট ছোট পাস খেলে ডি বক্সের কাছাকাছি পাহারাহীন থাকা এনজো ফার্নান্দেজকে বল বাড়িয়েছে। আর তাঁর কাছ থেকেই গোলমুখে শট গেছে। ফিফা ট্রেনিং সেন্টার বলছে, আর্জেন্টিনার সাধারণ কৌশলের মধ্যে ছিল ৫-৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে ধাপভিত্তিক ফরমেশন নিয়ে আক্রমণ, একাধিক ফরোয়ার্ড দ্বারা প্লেয়ার টু প্লেয়ার মার্ক করা, সামনের পোস্টে জটলা বাড়ানো, ছোট কর্নারের জন্য তৃতীয় একজনকে ব্যবহার এবং পোস্টের সামনের অংশ বা গোলের মাঝের অংশ লক্ষ্য করা। আর বিশেষ কৌশল ছিল তিনটি। ১. ডিফেন্ডারদের মাধ্যমে লম্বা করে বল বাড়ানোর মাধ্যমে খেলা কমিয়ে আনা। ২. বক্সের চারপাশে খেলে এনজোর জন্য মুক্ত জায়গা বাড়ানো। ৩. মেসি এবং দি মারিয়ার পোস্টের সামনে বল গ্রহণগোলে শটের সামর্থ্যকে কাজে লাগানো।

ফিফা ট্রেনিং সেন্টার আর্জেন্টিনার সেট পিসের ব্যবহার নিয়ে চারটি ভিডিও ক্লিপ উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছে। এর প্রথমটি নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের। দেখা গেছে, কর্নার নেওয়ার সময় আর্জেন্টিনার তিনজন খেলোয়াড় ডাচ ডি বক্সে দাঁড়ানো। মাঝমাঠ থেকে ধীরে ধীরে ভেতরে ঢোকার মুখে আরও তিনজন। এর মাধ্যমে নেদারল্যান্ডস ডিফেন্ডারদের ধারণা হয়, বল পোস্টের দিকে আসবে। ওই সময় মেসি ছিলেন বক্সের একপাশে, তাঁকে পাহারা দিচ্ছিলেন একজন। দেখা গেছে, কর্নারের বল ডাচ ডি বক্সে না গিয়ে দ্রুত বক্সের বাইরে থাকা মেসির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যেই বক্সের বেশ কয়েক গজ দূরে থাকা এনজো দৌড় দেন ভেতরের দিকে। এরপর বক্সের বাইরে থেকে নেন বাঁ পায়ের জোরালো শট। এই শটে অবশ্য গোল হয়নি, বারে লেগে প্রতিহত হয়। কিন্তু এমন কৌশলের প্রয়োগ হয়েছে বারবার।

একই ম্যাচের আরেকটি ক্লিপে দেখা যায়, কর্নারের বল নেওয়ার জন্য বক্সের বাইরে চলে গেছেন মেসি। তাঁর পেছনে ছোটেন দুজন পাহারাদার ডিফেন্ডারও। মেসি বল গ্রহণ করতে না করতেই এক আর্জেন্টাইন বক্সের ভেতরে দৌড়ে ঢুকে গেলে সবার মনোযোগ চলে যায় মেসি ও ওই খেলোয়াড়ের দিকে। তবে বল যায় বক্সের বাইরে অরক্ষিত থাকা এনজোর কাছে। এই মিডফিল্ডার আবারও দেখেশুনে জোরালো শটের সুযোগ পেয়ে যান, এটিও অবশ্য পোস্টে লেগে ফিরে যায়। চারটি ভিডিও ক্লিপের অপর দুটি গ্রুপ পর্বে মেক্সিকো ও পোল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের। এর মধ্যে মেক্সিকোর বিপক্ষে গোলটিতে কর্নারের সময় মেসি বক্সের একপাশে এবং বক্সের ভেতরে তিনজন ছিলেন। এ ছাড়া বক্সে ঢোকার মুখে ছিলেন আরও একজন। মেক্সিকোর ডিফেন্ডাররা তিন দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে এনজোকে অরক্ষিত রেখে দেন। মেসির আলতো করে বাড়ানো বল নিয়ে দৌড়ে ডি বক্সে ঢুকে দ্রুতই বল জালে জড়ান এনজো। ম্যাচের ৮৭ মিনিটে করা গোলটি ছিল আর্জেন্টিনার দ্বিতীয়, যা তাদের জয়ের পথে এগিয়ে দিয়ে টুর্নামেন্টে টিকে থাকা নিশ্চিত করে। মূলত এনজোর বলে জোরালো ও লক্ষ্যে শট নিতে পারা এবং দুই পা ব্যবহারের সক্ষমতা কাজে লাগিয়েই সেট পিস কে ভিন্নভাবে কার্যকর করেছে আর্জেন্টিনা, যা দলটিকে শেষ পর্যন্ত ট্রফি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

ইউটিউবে যেভাবে শিশুদের কাছে ভুল তথ্য ছড়ানো হচ্ছে

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ বিজ্ঞানসম্মত কনটেন্টের আড়ালে ইউটিউবে ভুল ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে, ২০টিরও বেশি ভাষায় এরকম ভিডিও দেখতে পেয়েছে বিবিসি।

যেসব ইউটিউব চ্যানেল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ভিডিও বানায়, সেসব ভিডিওতে বিজ্ঞানের ভুল তথ্য খুঁজে পেয়েছে বিবিসির গ্লোবাল ডিসইনফরমেশন টিম। আর এসব ভিডিও আবার শিশুদের কাছে 'শিক্ষামূলক কনটেন্ট' হিসেবে সামনে আসছে।

আমরা ২০টিরও বেশি ভাষায় ৫০টির উপর ইউটিউব চ্যানেল শনাক্ত করেছি, যেগুলো বলছে যে তারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত বিষয়ক কনটেন্ট বানায়, কিন্তু এসবের আড়ালে আসলে তারা মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে।

যার মধ্যে রয়েছে এমন কিছু বিষয় যেগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলে দাবি করা হয় কিন্তু আসলে নেই।

এছাড়া ভুল তথ্য এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বও রয়েছে। যেমন পিরামিড থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন, মানুষের দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অস্বীকার এবং এলিয়েনের অস্তিত্ব নিয়ে কনটেন্ট।

আমাদের বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ইউটিউব বাচ্চাদের কাছে নানান শিক্ষামূলক ভিডিওর পাশাপাশি এসব 'ভুল বিজ্ঞান' রেকমেন্ড করে সামনে আনছে।

কাইল হিল একজন ইউটিউবার ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশিক্ষক, যার অসংখ্য তরুণ অনুসারী আছে।

তিনি গত কয়েক মাস আগে হঠাৎ লক্ষ্য করতে থাকেন এই সমস্ত ভুল বিজ্ঞানের ভিডিও তার ইউটিউব ফিডেও আসছে।

তিনি জানান তারা অনুসারীরাই যোগাযোগ করে জানায় যে এই 'রেকমন্ডেড' কনটেন্টগুলো বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও আসলে নানা ভুল তথ্যে ভরা। তারা একই বিষয়ে করা কোন মূল ভিডিওর অংশ চুরি করে এবং সেখানকার তথ্যের খানিক পরিবর্তন করে নিজেদের সাইটে তুলে দিচ্ছে।

এসব ভিডিওতে আজগুবি সব দাবি করা হয়, সেই সাথে থাকে চাঞ্চল্যকর বর্ণনা, নজরকাড়া শিরোনাম এবং নাটকীয় ছবি ব্যবহার করে দর্শককে আকর্ষণ করা হয়। কারণ যত বেশি ভিডিওটি দেখা হবে, এই চ্যানেলটি বিজ্ঞাপন থেকে তত অর্থ উপার্জন করবে।

একই সাথে ইউটিউবেরও লাভ কারণ বিজ্ঞাপনের ৪৫ শতাংশ অর্থ তারা নিয়ে নেয়। যারা এসব ভিডিও বানায় তারা এগুলো 'শিক্ষামূলক কনটেন্ট' হিসেবে ট্যাগ করছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই এগুলো বাচ্চাদের কাছে বেশি যাচ্ছে।

আমি একজন বিজ্ঞানের লোক হিসেবে এটা খুবই ব্যক্তিগতভাবে নেই। কারণ এই চ্যানেলগুলো খুব অল্প পরিশ্রমে কীভাবে সর্বোচ্চ ভিউ পাওয়া যায় সেই ব্যাপারটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে, বলেন কাইল হিল।

আমরা লক্ষ্য করলাম বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য চ্যানেল ইউটিউবে এই ধরনের ভিডিও তৈরি করছে, যার মধ্যে আছে আরবি, রাশিয়ান, স্প্যানিশ এবং থাই।

এর মধ্যে অনেক চ্যানেলেরই মিলিয়নের উপর সাবস্ক্রাইবার। তাদের ভিডিওর ভিউও প্রায়ই মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। এসব কনটেন্ট ক্রিয়েটররা খুব দ্রুতই তাদের ভিডিও প্রকাশ করে, কেউ কেউ একইদিনে একাধিক ভিডিও পোস্ট করছে।

এত দ্রুততার সাথে তাদের ভিডিও প্রকাশ দেখে আমরা সন্দেহ করি তারা কোন এআই টুল বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রোগ্রামের সাহায্য নিচ্ছে। এই প্রোগ্রামগুলো চ্যাট জিপিটির মতোই, বললেই আপনাকে নতুন কনটেন্ট বানিয়ে দেয় (যেমনএকটা কালো বিড়াল মুকুট পড়ে আছে) এরজন্য ইন্টারনেট সার্চ করে ওরকম কিছু খুঁজতে হয় না।

বিষয়টি নিশ্চিত হবার জন্য আমরা প্রতিটি চ্যানেল থেকে ভিডিও নেই। এরপর আমরা এআই শনাক্তকারী টুল ও আমাদের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশ্লেষণ করাই এটা বুঝতে যে এখানকার ছবি, ধারাবর্ণনা ও স্ক্রিপ্ট কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে নেয়া।

আমাদের বিশ্লেষণে দেখতে পাই যে বেশিরভাগ ভিডিওর স্ক্রিপ্ট ও ছবি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এবং সেগুলো ঐ বিষয়ে কোন সত্যিকারের বিজ্ঞান ভিডিও থেকে কেটে নেয়া বা কারচুপি করা। ফলাফল,এই কনটেন্টগুলো মনে হবে বস্তুনিষ্ঠ কিন্তু আসলে বেশিরভাগই অসত্য।

আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যে এসব ভুল বিজ্ঞানের ভিডিও বাচ্চাদের কাছে ইউটিউব রেকমেন্ড বা সুপারিশ করে কিনা।

সেজন্য আমরা ইউটিউবের প্রধান সাইটেই কিছু বাচ্চাদের অ্যাকাউন্ট খুলি। (আমরা যেসব বাচ্চাদের সাথে কথা বলেছি তারা সবাই জানায় তারা ইউটিউব কিডসের চেয়ে প্রধান ইউটিউবটাই ব্যবহার করে থাকে)। চারদিন ধরে বিজ্ঞানবিষয়ক কিছু শিক্ষামূলক ভিডিও দেখার পর আমাদের কাছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিডিওগুলো সাজেশন হিসেবে আসতে থাকে। আর আমরা যখন এগুলোতে ক্লিক করি, তখন আরও এসব ভিডিও রেকমেন্ড হতে থাকে।

এর কিছু কনটেন্ট আমরা ১০ থেকে ১২ বছর বয়সীদের মধ্যে দুটো আলাদা দল করে দেখাই, যার একটা দল যুক্তরাজ্যে আরেকটা থাইল্যান্ডে।

আমরা দেখতে চেয়েছি বাচ্চারা এসব ভিডিও দেখে বিশ্বাস করে কিনা। একটা ভিডিও আকাশে দেখতে পাওয়া রহস্যময় বস্তু যেগুলোকে ইউএফও বলা হয় এবং এলিয়নের অস্তিত্ব নিয়ে। আর আরেকটি গিজার পিরামিড বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হত এমন মিথ্যা দাবির উপর ভিত্তি করে।

তবে আমাদের দর্শকরা এসব বিশ্বাস করেছে,আমরা দেখতে মজা লেগেছে, একটা মেয়ে বলছিল, আগে আমি এলিয়েনের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না, কিন্তু এখন আমার মনে হয় তারা আসলে আছে।

আরেকটা বাচ্চা ইলেকট্রিক পিরামিডের বিষয়টা ভীষণ উত্তেজিত, আমি জানতাম না যে এত আগেও মানুষ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারতো।

তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ বুঝতে পারে যে ভিডিওগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি, আমার কাছে তো খুব হাস্যকর লেগেছে, তারা একটা মানুষের কন্ঠস্বরও ব্যবহার করেনি, আমার তো মনে হয় না এটা মানুষের গলা ছিল, বলছিল একজন।

এরপর আমরা যখন তাদের কাছে ব্যাখা করি যে এগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি এবং এসবের মধ্যে মিথ্যা তথ্য আছে তখন তারা খুবই অবাক হয়, আমি তো আসলে এখন কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি ভেবেছিলাম এসব সত্যি, একটা ছেলে বলছিল। আরেকজন বলে, এগুলো যে ভুয়া এটা আপনি না জানালে তো আমি সবই বিশ্বাস করে নিতাম।

শিক্ষাবিদরা বলছেন বাচ্চাদের নতুন ও জটিল জিনিস জানার যে আগ্রহ সেটা নিয়ে খেললে তারা সত্যমিথ্যা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যায়।

অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ভিকি ন্যাশ মনে করেন, এই ভিডিওগুলো ভালো করে কারণ এগুলো ষড়যন্ত্রতত্ত্বনির্ভর। আমরা যে কোন জানা জিনিসের বিপরীতে যখন কিছু বলা হয় সেটাতে আগ্রহ বোধ করি, আর বাচ্চারা বড়দের চেয়ে এসব ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রভাবিত হয়।

ক্লেয়ার সিলে যুক্তরাজ্যের একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক এবং তিনিও এ ব্যাপারে একমত।

বাচ্চারা সাধারণত চোখের সামনে যেটা আগে দেখে সেটাকেই চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নেয়। এরপর যখন তাদের খানিকটা বয়স হয় তখনই তারা কেবল এটা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে, বলেন তিনি।

প্রফেসর ন্যাশ এসব ভিডিও থেকে প্ল্যাটফর্মগুলোর টাকা কামানো নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন,আমার কাছে এই যে ভুল বিজ্ঞানের ভিডিওর বিজ্ঞাপন থেকে ইউটিউব ও গুগল অর্থ আয় করছে এই পুরো ব্যাপারটাই অনৈতিক মনে হয়।

আমরা বেশকিছু কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করি যারা এআই কনটেন্ট তৈরি করে। একজন জানায় তাদের কনটেন্ট শুধুমাত্র 'বিনোদনের জন্য' বানানো। বাচ্চাদের লক্ষ্য করে কিছু করার বিষয়টা তারা অস্বীকার করে এবং একই সাথে জানায় তাদের স্ক্রিপ্টের বেশিরভাগে অংশ তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য ছাড়াই করেছে।

ইউটিউব আমাদের জানায় তারা অনুর্ধ্ব ১৩ বছরের জন্য ইউটিউব কিডস ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকে, যেখানে কোন ভিডিও দেখানো যাবে আর কোনটি যাবে না সে ব্যাপারে কড়াকড়ি আছে।

তারা বলছে যে নিজেদের প্ল্যাটফর্ম থেকে মিথ্যা তথ্য সরানোর ব্যাপারে তারা বদ্ধ পরিকর এবং পরিবারগুলোকে তারা 'নিরাপদ ও উচ্চমাত্রার ভিডিও অভিজ্ঞতা' দিতে চায়।

আর তারা এসব ভিডিওর বিজ্ঞাপনের রেভিনিউ থেকে অর্থ আয় করে কিনা সে প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়নি।

এআই টুলগুলো দিনদিন আরও উন্নত হচ্ছে, যা দিয়ে কনটেন্ট বানানোও আরও সহজ হচ্ছে এবং এগুলো শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে।

ক্লেয়ার সিলি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি মনে করেন শিক্ষক ও বাবামাদের এই নতুন হুমকির ব্যাপারে প্রস্তুত হতে হবে।

আমাদের এখনো আসলে পরিষ্কার ধারণা নেই যে কীভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কনটেন্ট বাচ্চাদের বোঝাপড়ায় প্রভাব ফেলছে। শিক্ষক হিসেবে আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে এগুলোর মুখোমুখি হবার।

টুকরো খবর

কালীপুজোর মেলাতে রাতভর চটুল নাচ,মঞ্চে স্বল্প বসনা নর্তকীর উদ্দাম নৃত্য, সাথে জুয়ার আসর,কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে এই সব আসর থেকে কংগ্রেস তোলা তুলছে অভিযোগ তৃণমূলের, পাল্টা খোঁচা কংগ্রেস নেতৃত্বের

মালদা ঃ দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোতেও এবার অপসংস্কৃতির ছোঁয়া। কালীপুজো উপলক্ষে বসা মেলাতে রাতভর চলল চটুল নাচ।মঞ্চে স্বল্পবসনা নর্তকীর সাথে উদ্দাম নৃত্যে মাতলো ৮ থেকে ৮০। সাথে জুয়া খেলা এবং দেদার মদ্যপান। আর চটুল নাচের এই খবর সামনে আসতেই শুরু রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের অভিযোগ কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কংগ্রেস নেতৃত্বের মদতে এই অপসংস্কৃতির আসর চলেছে। যদিও পাল্টা শাসকদল এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিঙ্গল গ্রামে বুধবার রাতে কালীপুজো উপলক্ষে একটি মেলা বসে। সেই মেলাতেই সারারাত চলল চটুল নাচের আসর।হিন্দি গানে মঞ্চে স্বল্পবসনা নর্তকীর উদ্দাম নৃত্য। মঞ্চের নিচে তা দেখে মাতোয়ারা আট থেকে আশি। সাথে প্রকাশ্যে চললো জুয়ার আসর। এদিকে এই চটুল নাচের আসর নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।তৃণমূলের অভিযোগ ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস পরিচালিত।কংগ্রেস নেতৃত্বের মদতে এই সব হয়েছে। জুয়া এবং চটুল নাচের আসর থেকে তোলা তুলছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। যদিও কংগ্রেসের পাল্টা দাবি এর সঙ্গে তাদের নেতৃত্বের কোন যোগ নেই। এই ধরনের সংস্কৃতি তৃণমূলের। পুলিশ প্রশাসনও তৃণমূলের কথাতে চলে।

এক অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ফুলবাড়ির চ্যাংরাবান্দা সাব কেনেল রোডে

নিউ জলপাইগুড়িঃ চ্যাংরাবান্দা সাব কেনেল রোডে আজ রাস্তার ধারে কম্বল দিয়ে মোরানো এক মহিলাকে পরে থাকতে দেখেন এলাকার কিছু যুবক।এরপর খবর দেওয়া হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়।থানা থেকে কর্মরত পুলিশ এসে ঐ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যান।এলাকাবাসীদের বক্তব্য ঐ মহিলা কে এর আগে দেখা যায়নি ওখানে।তাদের বক্তব্য মহিলার কোমরে দড়ি দিয়ে বাধা এবং কম্বর দড়ি মোরানো ছিল।এই মৃতদেহ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।এতি মধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে

দল ছাড়লেন আলিপুরদুয়ারের বর্ষীয়ান তৃনমূল নেতা জহর মজুমদার

আলিপুরদুয়ার ঃ দল ছাড়লেন আলিপুরদুয়ারের বর্ষীয়ান তৃনমূল নেতা জহর মজুমদার।বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে এখবর জানান তৃনমূলের বর্ষীয়ান নেতা জহর মজুমদার।জহর বাবু এর আগে দলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি ছিলেন।ছিলেন কোর কমিটিতে।পাশাপাশি দলের শৃঙ্গলারক্ষা কমিটির প্রধান ছিলেন।দীর্ঘদিন দলের দায়িত্ব সামলেছেন।দলের সাম্প্রতিক অবস্থা তাকে ব্যাথিত করেছে।তিনি বলেন,চোর ধরতে আমরা ডাকাত নিয়ে এসেছি।ফ্যাসিজম বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।এই রাজ্যে গনতন্ত্র বলে কিছু নেই।তাই তিনি জীবনের শেষ লগ্নে এসে দল ছাড়লেন।তিনি বলেন দলের ষাট শতাংশ কর্মী তার সঙ্গে আছেন।নতুন কোন দলে না গিয়ে তিনি তৃনমূলের বিরুদ্ধে পথে নামলেন।বালু থেকে জেল বন্দী নেতাদের নিয়ে তিনি উস্মা প্রকাশ করেছেন।জহর বাবু এদিন জানান,ফ্যাসিস্ট দল থাকলে গনতন্ত্র থাকবেনা।মমতা ফ্যাসিস্ট।তাই এদের বিরুদ্ধে আমাদের নামতে হবে।নাগলে সাধারন মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে পারবোনা।যেখানে যে দল ক্ষমতায় আছে সেখানে তাদের কে সমর্থনের কথা বলেছেন বর্ষীয়ান দল ছাড়া তৃনমূল নেতা জহর মজুমদার।এ ব্যাপারে তৃনমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্য সভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক বলেন,এখন ও কোন চিঠি পাইনি।উনার সঙ্গে কথা বলব।এবং বিষয় টি রাজ্যেকে জানাবো।

বিস্ময়কর শিশু।মাত্র নয় মাসে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে কোরানে হাফেজ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন নয় বছরের শিশু মহম্মদ জোরেজ

মালদা বিস্ময়কর শিশু।মাত্র নয় মাসে পবিত্র কোরআন মুখস্থ করে কোরানে হাফেজ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করলেন নয় বছরের শিশু মহম্মদ জোরেজ।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের জামিউল উলুম সুকরিয়া তুলসীহাটা বাস স্ট্যান্ড মাদ্রাসা থেকে সে হাফেজ হয়েছে বলে জানান মাদ্রাসার শিক্ষকরা।জানা গিয়েছে,শিশু হাফেজ মহম্মদ জোরেজ এর বাড়ি বিহার রাজ্যের কাঁটিহার জেলার বালিয়াবেলুন থানার বাঘুয়া কালদাসপুর গ্রামে।জোরেজ এর এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর বাবামা থেকে শুরু করে শিক্ষকরা।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,বাবা মহম্মদ নুর আলম পেশায় একজন দিনমজুর।চার ভাইয়ের মধ্যে জোরেজ তৃতীয়। মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ ও কারি মহবুব আলম জানান,তিনি দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে এই মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করে আসছেন। দেড় বছর আগে মহম্মদ জোরেজ কে এই মাদ্রাসায় ভর্তি করানো হয়।তার হাফেজ হতে সময় লেগেছে মাত্র নয় মাস।শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত এই মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করছে সে।তিনি আরো জানান,বর্তমানে এই মাদ্রাসায় ১৫০ জন ছাত্র রয়েছে।এরমধ্যে ৭০-৭৫ জন ছাত্র মাদ্রাসার হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে।নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আরো পাঁচজন ছেলে হাফেজ হবেন।

দেশের অন্যান্য রাজ্যের সাথে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি জলপাইগুড়িতেও বৃহস্পতিবার পালিত হল বিশ্বাসঘাতকতা দিবস

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি পিএফ অফিসে চা শ্রমিকদের বিক্ষোভ কর্মসূচি। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বেশ কিছু চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও অন্যান্য বেশ কিছু অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা এদিন জলপাইগুড়ি পিএফ অফিসে পিএফ ও পেনশনের দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ন্যূনতম পেনশন প্রদান করতে হবে বলে দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। যদিও এ বিষয়ে দেখা করতে গেলে পিএফ দপ্তরের আধিকারিক সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করতে নারাজ। কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন পশ্চিমবঙ্গ পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতির। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি গুক্ম অফিসে বিভিন্ন দাবি নিয়ে একটি ধিক্কার সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত তাদের দাবি চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ ও পেনশন নিয়ে হয়রানির অভিযোগ। ফলে অসহায় দারিদ্রতার মধ্যে তাদের দিন কাঁটাতে হচ্ছে। আজকে অবসরপ্রাপ্ত এবং শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে সরকার যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। চা বাগানের মালিকরা শ্রমিকদের পিএফ থেকে বঞ্চিত রেখেছে বলে অভিযোগ পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য বিদ্যুৎ গুণের। ন্যূনতম ৯ হাজার টাকা মাসিক পেনশনের দাবি করেন তিনি। অতি শীঘ্রই সমস্যা সমাধান না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুমকি সংগঠনের।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
28-11-2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়লেন তিন প্রতিমন্ত্রীসহ ৭২জন এমপি

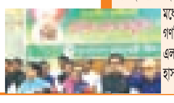

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সংসদের তিনশো আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনের জন্য দলীয় প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী একাদশ সংসদে আওয়ামী লীগের এমপি ছিলেন এমন অন্তত ৭২ জন এবার দলীয় মনোনয়ন পাননি। এদের মধ্যে কয়েকজনকে অসুস্থতা ও বার্ধক্যজনিত কারণে বাদ দিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব আগেই জানিয়েছিল যে কয়েকটি জরিপের ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকাগুলোতে গ্রহণযোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করেছেন তারা। মনোনয়ন না পাওয়া এমপিদের মধ্যে সরকারের তিনজন প্রতিমন্ত্রীও আছেন। তারা হলে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুন্নুজান সুফিয়ান এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। এছাড়া সাবেক তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহীউদ্দিন খান আলমগীর, সাবেক এলজিআরডি মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসানকেও দলীয় মনোনয়ন দেয়নি আওয়ামী লীগ। মুরাদ হাসান অবশ্য রোববারই জামালপুর ৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

সাময়িক যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর গাজায় কী হতে যাচ্ছে?

গাজা (এজেন্সী) ঃ গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান সম্ভবত এখন একেবারে চূড়ান্ত ধাপে আছে। যে যুদ্ধবিরতি চলছে ইসরায়েলি জিম্মি ও ফিলিস্তিনি বন্দি বিনিময়ের, সেটা হয়তো ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আইডিএফকে চার থেকে নয় দিন দেরি করাবে। তবে সেটা নির্ভর করছে হামাস কতজন জিম্মিকে মুক্তি দিতে চায় তার উপর।

ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, জিম্মি মুক্তির এই প্রক্রিয়া শেষ হলেই, গাজার নিয়ন্ত্রণ নেয়ার যে যুদ্ধ, সেটা আবারও শুরু হবে এবং তা শেষ হতে এক সপ্তাহ থেকে ১০ দিন লাগতে পারে।

কিন্তু যদি ইসরায়েলি বাহিনী এরপর গাজার দক্ষিণে মনোযোগ দেয়, যার বেশ পরিস্কার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, তখন পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে?

ইসরায়েল শপথ নিয়েছে, হামাস যেখানেই থাকবে, তাদের ধ্বংস করা হবে।

ধারণা করা হচ্ছে এই গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ার ও মোহাম্মদ দেইফ, আরও যোদ্ধাদের সাথে দক্ষিণেই কোথাও আছেন এবং খুব সম্ভবত ইসরায়েলিদের জিম্মিদের একটা বড় অংশও তাদের সাথে আছে।

এখন যদি ইসরায়েল উত্তরে যেটা করেছে, সেই একই রকম অপারেশন দক্ষিণেও করতে চায়, তাহলে পশ্চিমাদের বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন কি তখনও অটুট থাকবে?

গাজা উপত্যকার আনুমানিক ২২ লাখ মানুষ এখন দক্ষিণের দুই তৃতীয়াংশ অংশে এসে জমায়েত হয়েছে। তাদের অনেকেই এখন গৃহহীন ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সামনে কি তাহলে আরও বড় মানবিক বিপর্যয় অপেক্ষা করছে?

এছাড়া আল মাওয়াইসিতে বালুময় মাঠের মধ্যে স্থাপিত তাবুতে আশ্রয় নেয়া শত শত ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকও আছে।

ফিলিস্তিনিদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউ) বলছে, গত ৭ই অক্টোবর থেকে প্রায় ১৭ লাখ মানুষ গাজায় বাস্তুচ্যুত হয়েছে। যাদের বেশিরভাগ এখন দক্ষিণে গাদাগাদি করে থাকছে।

জাতিসংঘের কর্মকর্তারা বলছেন পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে কারণ হাজার হাজার লোক স্কুল, হাসপাতাল এবং তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে।

বিপদ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে শীতের আগাম বৃষ্টি, যা কিছু জায়গায় বন্যাও নিয়ে এসেছে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে একটা সমাধানের কথা বলা হচ্ছে ‑ আর সেটা হল আল মাওয়াইসির তথাকথিত নিরাপদ অঞ্চল তৈরি করা।

এটি হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের পাশে একটা সংকীর্ণ কৃষি জমির এলাকা, যা মিশর সীমান্তের খুব কাছে অবস্থিত।

গত সপ্তাহে খান ইউনিসের আশেপাশের এলাকায় আকাশ থেকে লিফলেট ফেলে বিমান হামলার ব্যাপারে সতর্ক করা হয় এবং বাসিন্দাদের আরও দক্ষিণে সমুদ্রের দিকে সরে যেতে বলা হয়।

বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে আইডিএফের আরবি গণমাধ্যমের মুখপাত্র আভিচায় আদরে বলেন, গাজাবাসীকে আল মাউয়াইসি, উপযুক্ত পরিবেশ দেবে তাদের প্রিয়জনদের রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু এটা আসলে কতোটা বাস্তবসম্মত যে যখন পাশে যুদ্ধ চলছে তখন এরকম একটি জায়গায় বিশ লাখের বেশি লোক এসে আশ্রয় নেবে? আল মাউয়াইসির পরিবেশই বা আসলে কতোটা ‘উপযুক্ত’?

ইসরায়েল যে জায়গাটার কথা বলছে এটার প্রস্থ ২.৫ কিলোমিটার আর দৈর্ঘ্য চার কিলোমিটারের মতো।

ফিলিস্তিন বিষয়ে এই অঞ্চলে ইসরায়েল সরকারের সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেছেন ড. মাইকেল মিলশটেইন। তিনি বলেন, এটা একটা খুবই সুন্দর এবং উপযুক্ত জায়গা, তবে বেশ ছোট।

দাতা সংস্থাগুলোর মতামত অবশ্য আরও আলাদা।

এটা একেবারেই সামান্য একটা ভূমি, বলেন ইউএনআরডব্লিউ’র যোগাযোগ বিষয়ক পরিচালক জুলিয়েট টোওমা। তিনি বলেন, এখানে কিচ্ছু নেই, শুধু বালু আর পাম গাছ।

এখন যে কোন জায়গা যেখানে জরুরি অবকাঠামো নেই যেমন হাসপাতাল, এরকম জায়গায় একসাথে হাজারো বাস্তুচ্যুত লোককে নিয়ে আসাটা জাতিসংঘের জন্য একটা বিরাট মানবিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। হয়তো তাঁবুতেই জরুরি অবকাঠামো স্থাপন করতে হবে।

সেই সাথে মানসিক ধাক্কা তো আছেই। কারণ গাজার বেশিরভাগ অধিবাসী আসলে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে শরণার্থী হিসেবেই বেড়ে উঠেছে।

গাজায় এরইমধ্যে আটটি শরণার্থী শিবির আছে, যা গত কয়েক দশক ধরে ব্যস্ত, জনাকীর্ণ শহরে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘ এখন সেখানে আরেকটা শরণার্থী শিবির স্থাপন করতে চায় না।

ইসরায়েলি কর্মকর্তারা বলছেন এটা দাতা সংস্থাগুলোর দায়িত্ব যে কীভাবে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে সাহায্য আল মাউয়াইসিতে এসে পৌঁছাবে তা নিশ্চিত করা। ওই সীমান্ত থেকে আঅল মাউয়াইসি প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে। তারা এখনো পরিষ্কার করেনি যে পুরো ব্যাপারটি কীভাবে ঘটবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, তারা ইসরায়েলের সাথে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে আরও নিরাপদ অঞ্চল সৃষ্টি করা যায় যেমন গাজার একেবারে দক্ষিণে দাহানিয়ায় একটি।

জিম্মি ছেড়ে দেয়ার শর্ত অনুযায়ী, শুক্রবার থেকে ইসরায়েল ২০০ টি ত্রাণবাহী ট্রাক গাজায় প্রতিদিন ঢুকতে দেবে, যা সাম্প্রতিক সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।

ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের সহায়তা করছে, জাতিসংঘ ও বিভিন্ন এনজিও মিলে এমন ১৮টি সংস্থার প্রধান কর্মকর্তারা গত ১৬ই নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেছেন, ইসরায়েলের এই পরিকল্পনা অগ্রহণযোগ্য।

আমরা কোন নিরাপদ অঞ্চল স্থাপনে অংশগ্রহণ করবো না যতক্ষণ সেটি সবার সম্মতিতে না হবে, বিবৃতিতে বলা হয়।

জাতিসংঘের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এখানে সব পক্ষের মধ্যে ইসরায়েল, হামাস ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ থাকতে হবে।

আল মাউয়াইসির নাম না নিয়ে এই বিবৃতিতে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, ইসরায়েলের এই অনৈতিক প্রস্তাব আরও অসংখ্য জীবন ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে।

এখানে যারা স্বাক্ষর করেছেন তাদের একজন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ড. তেদ্রোস ঘেব্রেয়েসাস এই পরিকল্পনাকে একটা বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপত্র বলে আখ্যায়িত করেন।

তিনি বলেন, এই সামান্য জায়গায় এত লোককে একসাথে করলে, যেখানে কোন অবকাঠামো বা সেবার সুবিধা নেই, সেটি আগে থেকেই বিপদে থাকা লোকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেবে।

ইসরায়েলি কর্মকর্তারা এর জন্য সবসময় হামাসকেই দায়ী করে এসেছে। এসব মানবিক ঝুঁকি সম্পর্কে খুব একটা পরোয়াও দেখা যায় না তাদের মধ্যে।

তারা বলছে আল মাউয়াইসি হল সেই এলাকা যেখানে ইসরায়েল কোন হামলা চালাবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এটা ভয়ংকর হতে চলেছে, তবে তারা মারা যাবে না, বলেন আইডিএফের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রিচার্ড হেক্ট। ইসরায়েলের জন্য এটা সামরিক দিক থেকে দরকারি একটি পদক্ষেপ। তারা বলছে হামাস যেভাবে গাজা শহরে আছে, খান ইউনিস এবং রাফায় তাদের যোদ্ধা এবং অবকাঠামোও আছে। যে কোন হামলার আগে বেসামরিক লোকদের সরিয়ে নেয়াটা হামাসকে দমনের পথে মানবিক উপায় বলে যুক্তি দিচ্ছে ইসরায়েল।

ইসরায়েলের জনগণও এই পরিস্থিতি পছন্দ করছে না যে শীতের বৃষ্টির মধ্যে গাজার মানুষজন আল মাউয়াইসিতে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এর বিকল্প কী? প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন ইসরায়েলের সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইয়াকব আমিদরোর।

কারো কাছে যদি কোন পরিকল্পনা থাকে যে এটা না করে কীভাবে হামাসকে ধ্বংস করা যাবে,তাহলে দয়া করে সেটা আমাদের বলুন, তিনি বলছেন।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা আর তীব্র শীতে আরও কয়েকমাসের দুর্ভোগের আশঙ্কা গাজায় চলমান ইসরায়েলের সামরিক অভিযান নিয়ে আন্তর্জাতিক অস্থিরতা আরও বাড়িয়ে দেবে।

এই অঞ্চলে আরেকটা বড় স্থল অভিযান পরিচালনা করা হলে তা বেসামরিক নাগরিক হতাহত ও বাস্তুচ্যুত হবার শঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেবে, যা ইসরায়েলের প্রতি সহানুভূতিও আরও কমিয়ে দেয়ার হুমকি তৈরি করবে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পশ্চিমা কর্মকর্তা জানান এমনটি।

এখানে প্রশ্ন হল পশ্চিমারা কতদিন ধৈর্য্য ধরে থাকবে?

নেতানিয়াহুর সরকার জানে গত ৭ই অক্টোবর ঘটে যাওয়া হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর পশ্চিমাদের জমা করে রাখা সহানুভূতির উপর তারা ভরসা করতে পারে। কিন্তু ইসরায়েল এটাও জানে যে এই সহানুভূতি অন্তহীন নয়।

যখন বন্দী বিনিময়ের বিরতি শেষে ইসরায়েল আবারও সামরিক অভিযান শুরু করবে তখন যুদ্ধবিরতির জন্য আন্তর্জাতিক চাপ আরও বাড়বে।

আমার আশা যে বিরতির পর আন্তর্জাতিক চাপ এটার পথে বাধা হবে না,বলেন ড. এলাল হুলাতা, যিনি ২০২১ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

শীতের আগমন, অভিযানের চূড়ান্ত পদক্ষেপের দিকে ইসরায়েলের প্রস্তুতি এবং বেসামরিক লোকদের ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্তে না আসা বলে দেয় গাজার দীর্ঘ যন্ত্রণা অব্যাহত থাকবে। হয়তো আরও বেশি খারাপ হবে পরিস্থিতি।

যুক্তরাষ্ট্রে তিন ফিলিস্তিনি ছাত্র ক্যাম্পাসের কাছে গুলিবিদ্ধ

বার্লিংটন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্টে শনিবার তিন ফিলিস্তিনি ছাত্রের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনাকে ’ঘৃণা বিদ্বেষমূলক হামলা’ বর্ণনা করে তাদের পরিবার পুলিশকে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। বার্লিংটন পুলিশ জানিয়েছে, ইউনিভার্সিটি অফ ভার্মন্ট ক্যাম্পাসের কাছে হিশাম আওয়ারতানি, তাহসিন আহমেদ এবং কিন্নান আবদালহামিদকে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি গুলি ছোড়েন। কর্মকর্তারা এর সম্ভাব্য কারণ বের করতে তদন্ত করছে। তারা জানিয়েছে, যে ওই তিন ছাত্র হামলার সময়, কেফিয়েহ পরা ছিলেন যা সাদাকালো ডিজাইনের আরবদের ঐতিহ্যবাহী স্কার্ফ। আক্রমণের সময় হামলাকারী আরবি ভাষায় কথা বলছিলেন বলেও জানায় পুলিশ। সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে এখনও ধরতে পারেনি পুলিশ। তার খোঁজ চলছে।

সিবিএস নিউজ অনুসারে, সন্দেহভাজন ব্যক্তি পায়ে হেঁটে পালিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বার্লিংটনের পুলিশ প্রধান জন মুরা বলেছেন, দুইজনের অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে তৃতীয় জন বেশ গুরুতর আহত হয়েছেন।

পরিবারের সদস্যদের মতে, তিনজনই রামাল্লা ফ্রেন্ডস স্কুলে পড়তেন। যেটা কিনা রামাল্লার একটি কোয়েকার পরিচালিত বেসরকারি অলাভজনক স্কুল।

হ্যাভারফোর্ড কলেজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে একজন মি. আবদালহামিদ, তাদের ছাত্র। অন্য দুজন হিশাম আওয়ারতানি এবং তাহসিন আহমেদ ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, যারা কানেকটিকাটের ট্রিনিটি কলেজে পড়তেন।

এদিকে ফিলিস্তিনপন্থী অলাভজনক সংস্থা মিডল ইস্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে তিন ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে রয়টার্স।

বিবৃতিতে পরিবার জানায়,আমরা আইন প্রযোগেকারী সংস্থাকে বলেছি তারা যেন একে ঘৃণামূলক অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে।

হামলাকারীকে বিচারের আওতায় আনা না হওয়া পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পাব না।

গত ৭ই অক্টোবর থেকে ইসরায়েল হামাস সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে হিংসাত্মক হামলা এবং অনলাইন হয়রানিসহ ইসলামোফোবিক এবং ইহুদি বিদ্বেষের ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই এই গোলাগুলির ঘটনা ঘটল।

ভার্মন্টের সিনেটর এবং সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বার্নি স্যান্ডার্স সর্বশেষ সহিংসতার ব্যাপারে নিন্দা জানিয়ে পোস্ট করেছেন। এক্স বা সাবেক টুইটার বার্তায় মি. স্যান্ডার্স বলেছেন,এই ঘটনা মর্মান্তিক এবং এ নিয়ে আমি ভীষণ বিচলিত যে এখানে বার্লিংটন, ভার্মন্টে তিনজন তরুণ ফিলিস্তিনিকে গুলি করা হয়েছে। এখানে বা কোথাও ঘৃণার কোনো স্থান নেই। যুক্তরাজ্যে ফিলিস্তিনি মিশনের প্রধান রাষ্ট্রদূত হুসাম জোমলট সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনজনের একটি ছবি পোস্ট করেছেন এবং যোগ করেছেন ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক অপরাধ বন্ধ করতে হবে।

এদিক ইসরায়েল এবং হামাসের মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি চলমান সংঘাতে নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা দিয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে জিম্মি সংকটের অবসান ঘটবে কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না।

তবে এই চুক্তির আওতায় সামনের দিনগুলোয় আরও বেশ কয়েকজন বৃদ্ধা, নারী ও শিশুদের মুক্তি দেয়ার কথা রয়েছে।

এখন পর্যন্ত ৩৯ জন ফিলিস্তিনি ইসরায়েলের বিভিন্ন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছে। এর বিনিময়ে হামাসের হাতে জিম্মি ১৭ জনকেও ছেড়ে দেয়া হয়। যাদের মধ্যে ১৪ জনই ইসরায়েলি।

এর মানে হল হামাসের হাতে এখনও দেড়শ জনের বেশি জিম্মি হয়ে আছে। তাদের আটকে রেখে হামাস সুবিধা আদায় করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অক্টোবরে ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর ২৪০ জনের মতো মানুষকে জিম্মি করে করে হামাস। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এখন এই মানুষগুলো তাদের জন্য বড় ধরনের বোঝা হয়ে গিয়েছে।

কেননা এই জিম্মিদের ক্রমাগত দেখাশোনা করতে হচ্ছে, পর্যবেক্ষণ করতে হচ্ছে এবং প্রযোজেনে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে সরাতে হচ্ছে।

যদি তাদের মধ্যে কেউ কেউ বৃদ্ধ হয়, অসুস্থ হয় বা বিশেষ চিকিৎসার প্রযোজেন হয়, তবে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

চলমান চারদিনের এই যুদ্ধবিরতির তৃতীয় দিন চলছে আজ। হামাস বলেছে যে তারা ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধবিরতি বাড়ানো এবং জিম্মিদের মুক্তির সংখ্যা বাড়াতে চাইছে।

এদিকে ছয় সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের কারণে তীব্র জ্বালানি, খাদ্য ও ওষুধের সংকটে রয়েছে গাজাবাসী। সেখানকার মানুষদের প্রযোজেনীয় সরবরাহ পৌঁছে দিতে যুদ্ধবিরতি বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ১২০০ জন নিহত হয়েছেন। সে সময় প্রায় ২৪০ জনকে জিম্মি করে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি।

এরপর থেকে, গাজায় একটানা হামলা চালাতে থাকে ইসরায়েল। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরায়েলের পাল্টা অভিযানে এ পর্য সাড়ে ১৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।